বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-২০১৮

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-২০১৮

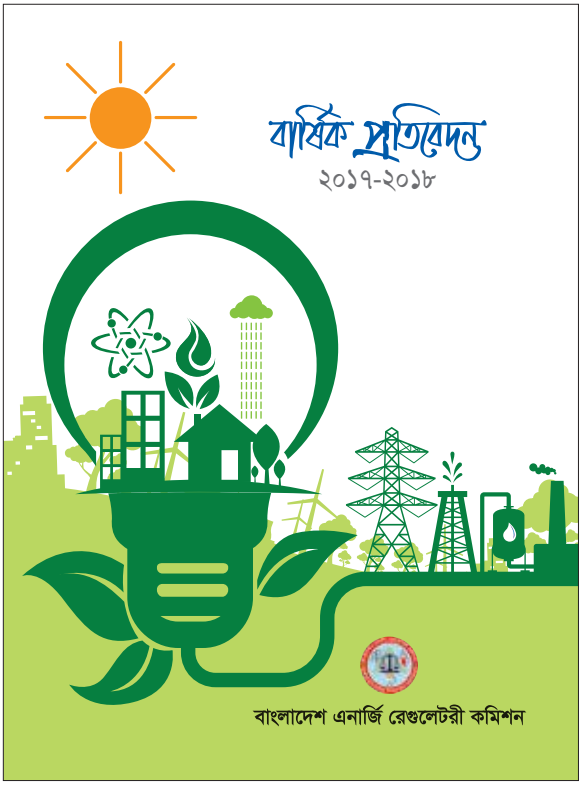

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
www.berc.org.bd

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মনোয়ার ইসলাম এনডিসি
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ অনুযায়ী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। আইনে জ্বালানি খাতের ট্যারিফ নির্ধারণ, সালিশ মীমাংসা, লাইসেন্স প্রদান, ভোক্তার অভিযোগ নিষ্পত্তি, কোডস ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালু, এনার্জি অডিট প্রবর্তন, জ্বালানি খাত সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রচারসহ নানা বিষয়ে কমিশনকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। কমিশন ৮১ (একাশি) টি পদ বিশিষ্ট জনবল কাঠামো দিয়ে উল্লিখিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

কমিশন প্রতিষ্ঠার পর হতে গৃহিত কয়েকটি সিদ্ধান্তের মধ্যে 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' 'বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন তহবিল' এবং 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' গঠন অন্যতম। গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থ কেবলমাত্র দেশিয় কোম্পানির গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করার ফলে দেশীয় কোম্পানিসমূহ উৎসাহিত ও বিকশিত হচ্ছে। অপরদিকে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন তহবিলে' জমাকৃত অর্থ ব্যবহার করা হচ্ছে।

আইনে কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১২টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন এবং ১৪টি প্রবিধানমালা চূড়ান্তকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের ন্যায্য অধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখছে।

কমিশন গ্রাহক সেবার মান নিশ্চিতকল্পে কোর্ডস ও স্ট্যাণ্ডার্ড প্রণয়ন, যৌক্তিক ট্যারিফ নির্ধারণ, এনার্জি অডিট প্রবর্তন, নতুন সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন, নিজস্ব ভবন নির্মাণ এবং কমিশনের সকল কার্যক্রম ডিজিটাইজেশনসহ একটি আধুনিক ও জনবান্ধব অফিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। কমিশন ভবিষ্যত সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে জ্বালানি খাতে ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনকে একটি বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

কমিশনের কাজে সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ সরকার বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগসহ সংশিষ্ট সকল অংশীজনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

কমিশন ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি আনন্দিত। আমার বিশ্বাস এ প্রতিবেদনে কমিশনের কার্যক্রমের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে জড়িত কমিশনের সকল সদস্য এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মনোয়ার ইসলাম)

সূচিপত্র

১. কমিশন পরিচিতি ও কার্যক্রম ০৭
২. প্রশাসন বিভাগ ২৩
৩. বিদ্যুৎ বিভাগ ৩১
৪. গ্যাস বিভাগ ৩৯
৫. পেট্রোলিয়াম বিভাগ ৪৭
৬. আইন ও বিধি বিভাগ ৫৩
৭. অর্থ ও হিসাব বিভাগ ৫৭
৮. কমিশনের অর্জন ও আগামী দিনের কার্যক্রম ৬৫
৯. নিরীক্ষা প্রতিবেদন ৭৫

- কমিশনের বর্তমান ও পূর্বতন চেয়ারম্যানের নামের তালিকা ৯৫
- কমিশনের কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা ৯৭
- ফটো গ্যালারী ১০৩

কমিশন পরিচিতি ও কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

কমিশন গঠন

বিশ্বায়নের যুগে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি গতিশীল, গণতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এ ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে মহান জাতীয় সংসদে ২০০৩ সালের ১৩ মার্চ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ পাশের মাধ্যমে নিরপেক্ষ এবং আধা-বিচারিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ আইন মোতাবেক কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের ভিত্তিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং এর কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত।

কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের পরিচিতি

মনোয়ার ইসলাম এনডিসি
চেয়ারম্যান

রহমান মুরশেদ
সদস্য

মাহমুদউল হক ভূঁইয়া
সদস্য

মোঃ আবদুল আজিজ খান
সদস্য

মোঃ মিজানুর রহমান
সদস্য

মনোয়ার ইসলাম এনডিসি
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

মনোয়ার ইসলাম ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সালে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে (বিইআরসি) চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন। তিনি চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে লোকপ্রশাসন বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। জনাব ইসলাম ১৯৮২ সালে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। কমিশনে যোগদানের পূর্বে তিনি সরকারের সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করেন। দায়িত্ব পালনকালে বিদ্যুৎ খাতের নীতি নির্ধারণ ও মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড, বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড, নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড, ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব মনোয়ার ইসলাম বাংলাদেশ সচিবালয়ে নীতি নির্ধারণী এবং মাঠ প্রশাসনে সরকারের নীতি বাস্তবায়নে কাজ করেছেন। তিনি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয় এ বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও তিনি পরিবেশ অধিদপ্তর ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মাঠ প্রশাসনে তিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মনোহরদী, নরসিংদী এবং অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি Project Planning and Management in Philipines; Economic Policy Management and Private Sector Development in U.K; Environmental Management System in Japan; Managing at the Top in Singapore and U.K and Strategic Planning and Result Based Management in Canada বিষয়ে কোর্স সম্পন্ন করেন। এছাড়াও তিনি ২০০৯ ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স (এনডিসি) সম্পন্ন করেন। জনাব মনোয়ার ইসলাম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রেক্ষাপটে "Human Resources and Performance Management System For Bangladesh Civil Service" নামক বইয়ের লেখক।

জনাব মনোয়ার ইসলাম ১৯৫৭ সালে চট্রগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এশিয়া, সাউথ-এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, ল্যাতিন আমেরিকা, আফ্রিকাসহ বহুদেশে ভ্রমন করেন। তিনি ভ্রমন করা ও বই পড়া পছন্দ করেন।

রহমান মুরশেদ
সদস্য
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

রহমান মুরশেদ নভেম্বর ২০১৪ তে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এ যোগদান করেন। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হতে কেমি প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তীতে এশিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি হতে জ্বালানি প্রযুক্তিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন এবং তেল ও গ্যাস বিষয়ক ব্যবস্থাপনা প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।

দেশের জ্বালানি সংক্রান্ত প্রকল্প নিয়ন্ত্রণসহ প্রাকৃতিক গ্যাস সেক্টরের ব্যবস্থাপনা কাজে জনাব মুরশেদ এর অভিজ্ঞতা দীর্ঘ ৩৫ বছরেরও বেশী। উন্নয়ন সহযোগীর প্রতিনিধি হয়ে জ্বালানি সেক্টরের উন্নয়নে এবং তৎপূর্বে রাষ্ট্রীয় গ্যাস ইউটিলিটিসমূহের পরিচালন কাজে কর্মরত ছিলেন। বিভিন্ন জ্বালানি আপস্ট্রীম প্রকল্প বাস্তবায়নসহ রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ ইউটিলিটিসমূহের কর্পোরেটাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ফ্যাসিলিটেটর ছিলেন।

জনাব মুরশেদ বিইআরসি-তে যোগদানের পূর্বে ডেলয়েট কনসালটিং ওভারসীজ প্রজেক্টস্ এলএলসি তে ডেপুটি চীফ অব পার্টি; এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এ জ্বালানি বিশেষজ্ঞ; বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) এ পরিচালক (অপারেশন); সিলেট গ্যাস ফিল্ডস্ লিঃ এ ব্যবস্থাপনা পরিচালক; বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিঃ এ মহাব্যবস্থাপক এবং কারিগরী উপদেষ্টা ও এসোসিয়েটস্ (বাংলাদেশে) লিঃ এ কেমি প্রকৌশলী হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

মাহমুদউল হক ভূঁইয়া
সদস্য
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

মাহমুদউল হক ভূঁইয়া বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে সদস্য হিসেবে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যোগদান করেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোকপ্রশাসনে স্নাতক (সম্মান) সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। জনাব মাহমুদ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস: অডিট এন্ড এ্যাকাউন্টস ক্যাডার, ১৯৮২ ব্যাচের একজন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে অবসর গ্রহন করেন। কমিশনে যোগদানের পূর্বে তিনি বিশ্ব ব্যাংকের পাবলিক ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট রিফর্মস কার্যক্রমের অংশ হিসেবে "স্ট্রেংদেনিং বাজেট প্রিপারেশন ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্পের জাতীয় পরামর্শক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

মোঃ আবদুল আজিজ খান
সদস্য
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

মোঃ আবদুল আজিজ খান ২০১৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। ৭০-এর দশকের শেষভাগে জনাব খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে এম.এসসি করেন। তিনি নেদারল্যান্ড সরকারের বৃত্তি নিয়ে ডেলফট থেকে অনুসন্ধান ভূ-পদার্থবিদ্যায় পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিপ্লোমা (পিজিডি) এবং এম.এস.সি ডিগ্রী অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি এম.বি.এ সম্পূর্ণ করেছেন। তিনি দেশ-বিদেশে বহু প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন।

বেসরকারী খাতে ৪ বছরসহ তার মোট ৩৮ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। একজন ভূ-পদার্থবিদ হিসেবে তিনি পেট্রোবাংলাতে কর্মজীবন শুরু করে বহু দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখানে তিনি তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উন্নয়নে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান অর্জন করা ছাড়াও আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানীগুলোর সঙ্গে উৎপাদন বণ্টন চুক্তি নিগোসিয়েশন, তাদের কার্যক্রম মনিটরিং ও গ্যাস ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করেন। তাছাড়া তিনি আইপিপি'র আওতায় গ্যাস সরবরাহ চুক্তি সম্পাদনে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তিনি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ গ্যাস উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রম সমন্বয়; স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী জ্বালানি চাহিদা প্রাক্ষলণে মূল ভূমিকা পালন করেন।

তিনি জাতীয় জ্বালানি নীতি ১৯৯৫, জাতীয় গ্যাস মূল্য নির্ধারণ নীতিমালা ১৯৯৬, বিইআরসি আইন ২০০৩ ও বাংলাদেশ গ্যাস আইন ২০১০ প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি দেশের গ্যাস খাতের একজন গতিশীল ও নেতৃস্থানীয় ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি কোং লি. বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোং লি. ও তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অর্পিত দায়িত্ব পালনে তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তিনি বিভিন্ন মেয়াদে পেট্রোবাংলার পাঁচটি কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি গার্মেন্টস খাতে সর্ববৃহৎ হামীম গ্রুপ-এ নির্বাহী পরিচালক হিসেবে বিভিন্ন ইউটিলিটির সামগ্রীক তদারকী ছাড়াও কো-জেনারেশন স্কীম বাস্তবায়ন ও একটি ১০০ মেঃ ওয়াট সোলার পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্প গ্রহণে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

জনাব খান বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জার্নালে ১৪টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে ২০০১-২০৫০ মেয়াদে "বাংলাদেশের গ্যাস চাহিদার প্রাক্কলন" অন্যতম। তিনি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের একজন পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন এবং "বাংলাদেশ গ্যাস সেক্টর ইস্যুজ, অপশনস এন্ড দি ওয়ে ফরওয়ার্ড" শীর্ষক একটি বই রচনার সহ-লেখক ছিলেন। তিনি দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন।

জনাব খান ১৯৫৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা।

মোঃ মিজানুর রহমান
সদস্য
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

মোঃ মিজানুর রহমান বর্তমানে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮১ সালে ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর জনাব রহমান বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এ যোগদান করেন। ১৯৯৩ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন। তিনি বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক সিস্টেম প্লানিং এবং প্রধান প্রকৌশলী (প্লানিং এন্ড ডিজাইন) হিসেবে বিদ্যুৎ খাতের ভবিষ্যত মহাপরিকল্পনা, বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক জ্বালানি, ট্যারিফ, পাওয়ার সিস্টেম এনালাইসিস ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি পাওয়ার সেল এ উপপরিচালক হিসেবে সরকারের পলিসি এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যক্তি খাতের অংশগ্রহণ নিয়ে কাজ করেছেন। জনাব রহমান, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যুৎ খাত বিষয়ে সহযোগিতার আওতায় "Regional Grid Inter-connection and Power Trade" বিষয়ে গঠিত জয়েন্ট টেক্‌নিক্যাল টিম (JTT) এর সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি দেশে এবং বিদেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ে বিভিন্ন সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জার্নালে জনাব রহমান এর দুইটি টেক্‌নিক্যাল প্রকাশনা রয়েছে।

কমিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামো

সরকার অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী কমিশনের মোট জনবল ৮১ জন। বর্তমানে কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ৭৪ জন। অনুমোদিত ও কর্মরত জনবলের সংখ্যা নিচের সারণিতে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্যপদ ২০১৭-১৮ অর্থবছর	মন্তব্য
০১	চেয়ারম্যান	১	১	-	
০২	সদস্য	৪	৪	-	
০৩	সচিব	১	-	১	
০৪	পরিচালক	৪	৩	১	
০৫	উপপরিচালক	৮	৮	-	
০৬	চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব	১	১	-	
০৭	সহকারী পরিচালক	১৬	১৪	২	৫ জন সহকারী পরিচালককে উপপরিচালকের চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
০৮	ব্যক্তিগত সহকারী	১০	৯	১	
০৯	অফিস সহকারী/ ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৭	৭	-	
১০	হিসাব সহকারী/ক্যাশিয়ার	১	১	-	
১১	গাড়িচালক	৮	৮		অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনেক্রমে ৫ জন চুক্তিভিত্তিক ও ২ জন দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে কর্মরত আছে।
১২	অফিস সহায়ক	১৮	১৬	২	
১৩	নিরাপত্তা প্রহরী	২	২	-	
	মোট	৮১	৭৪	৭	

কমিশনের কার্যপরিধি বিস্তৃত হওয়ায় এবং কমিশনকে যুগোপযোগি ও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিদ্যমান জনবল কাঠামো পুন:বিন্যাসের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো

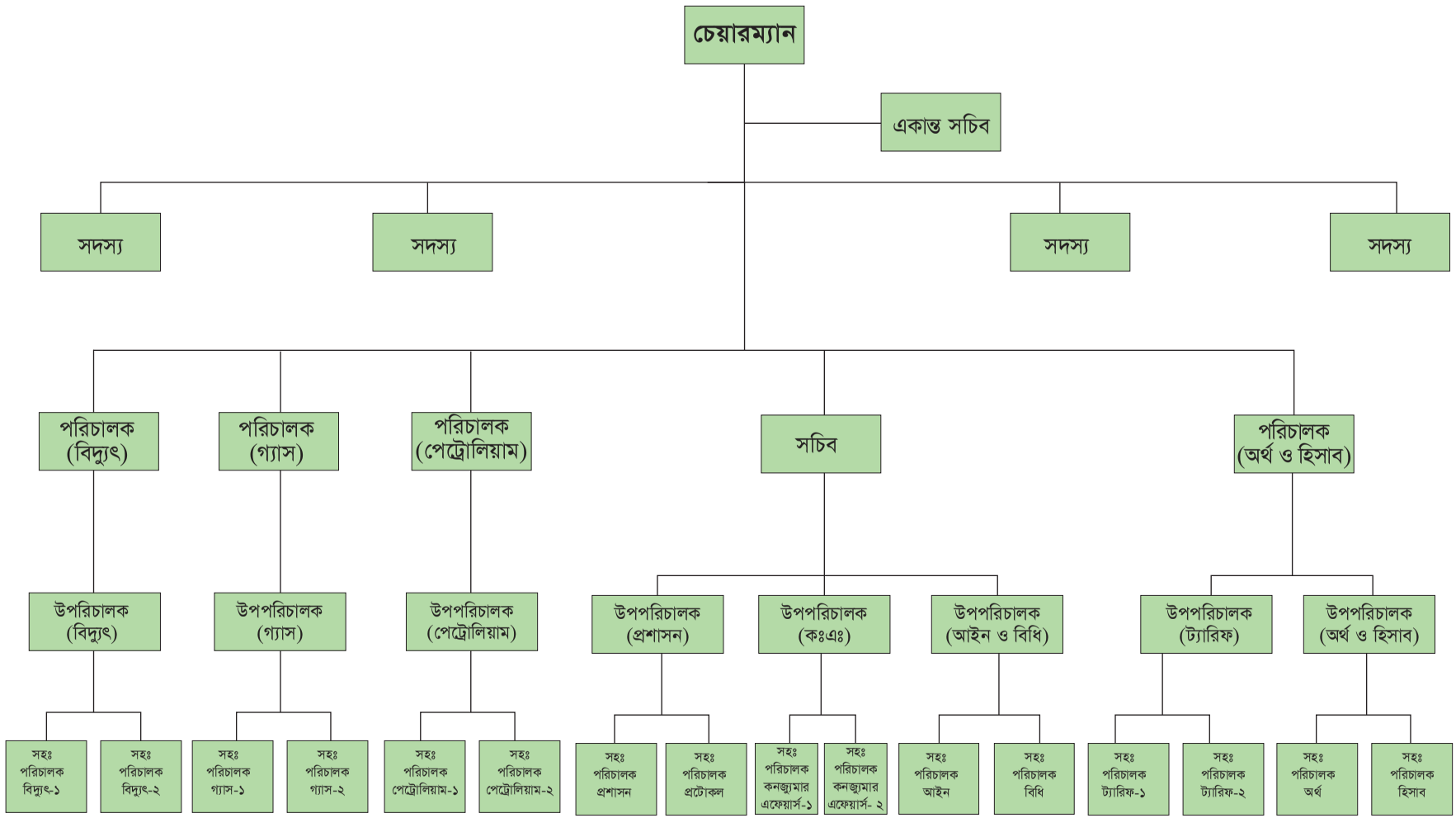

ভিশন

২০৩০ সালের মধ্যে জ্বালানি খাতে ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনকে একটি বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করা।

মিশন

১.সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের জন্য অভিন্ন সুযোগ এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টিকে উৎসাহিত করা।

২. জ্বালানি খাতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা, মূল্য নির্ধারণ এবং ব্যয় যৌক্তিক করণে স্বচ্ছতা আনয়ণ করা।

৩. জ্বালানি খাতে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা।

৪. কর্ম এবং উদ্দীপনাভিত্তিক রেগুলেশন চালু করা।

৫.জ্বালানি খাতে অংশীজনদের জন্য সুষম কর্ম-মাপকাঠি নির্ধারণ এবং সরবরাহের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান করা।

কৌশলগত কর্মপন্থা

১. প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন;

২. প্রত্যেক অর্থবছরের শুরুতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করা;

৩. কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ;

৪. কর্মচারী দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য Key Performance Indicator নির্ধারণ করা এবং

৫. বিইআরসি'র সকল কার্যক্রম ডিজিটাইজড করা।

কমিশনের কার্যপরিধি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী আইন ২০০৩ এর অধ্যায় ৪ ধারা ২২ অনুযায়ী কমিশনের কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

(ক) এনার্জি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, উহার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মান নিরূপণ, এনার্জি অডিটের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জ্বালানি ব্যবহারের খরচের হিসাব যাচাই, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ, জ্বালানী ব্যবহারে দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণ;

(খ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, মজুতকরণ, বিতরণ, দক্ষ ব্যবহার, সেবার মান উন্নয়ন, যুক্তিসঙ্গগত ট্যারিফ নির্ধারণ ও নিরাপত্তার উন্নয়ন;

(গ) লাইসেন্স প্রদান, বাতিল, সংশোধন, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ, লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা থেকে অব্যাহতি প্রদান এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকর্তৃক পালনীয় শর্ত নির্ধারণ;

(ঘ) লাইসেন্সীর সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্কীম অনুমোদন এবং এই ক্ষেত্রে তাদের চাহিদার পূর্বাভাস (load forecast) ও আর্থিক অবস্থা (financial status) বিবেচনায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(ঙ) এনার্জির পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার;

(চ) গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ডস্ প্রণয়ন করা ও তার প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করা;

(ছ) সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ;

(জ) লাইসেন্সীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান;

(ঝ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, মজুতকরণ, বিতরণ ও সরবরাহ বিষয়ে প্রয়োজনবোধে সরকারকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান;

(ঞ) লাইসেন্সীদের মধ্যে এবং লাইসেন্সী ও ভোক্তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মীমাংসা করা এবং প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলে আরবিট্রেশনে প্রেরণ করা;

(ট) ভোক্তা বিরোধ, অসাধু ব্যবসা বা সীমাবদ্ধ (monopoly) ব্যবসা সম্পর্কিত বিরোধের উপযুক্ত প্রতিকার নিশ্চিত করা;

(ঠ) প্রচলিত আইন অনুযায়ী এনার্জির পরিবেশ সংক্রান্ত মান নিয়ন্ত্রণ করা; এবং

(ড) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন কর্তৃক যথাযথ বিবেচিত হলে এনার্জি সংক্রান্ত যে কোন আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা।

কমিশনের বিভিন্ন সভাসমূহ

কমিশন সভা

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ১২ অনুযায়ী কমিশনের নীতি নির্ধারণী বিষয়ে পরিপূর্ণ কোরামের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও জরুরী/গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে কমিশন বিশেষ সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। গত ৫ (পাঁচ) বছরে কমিশনে অনুষ্ঠিত কমিশন সভা ও বিশেষ কমিশন সভার বিবরণ:

সারণি-১

অর্থবছর	কমিশন সভার সংখ্যা	বিশেষ কমিশন সভার সংখ্যা	মোট
২০১৩-১৪	১৫	১	১৬
২০১৪-১৫	১১	১১	২২
২০১৫-১৬	১২	২০	৩২
২০১৬-১৭	২৩	৭	৩০
২০১৭-১৮	৪১	১	৪২

কমিশন সভা

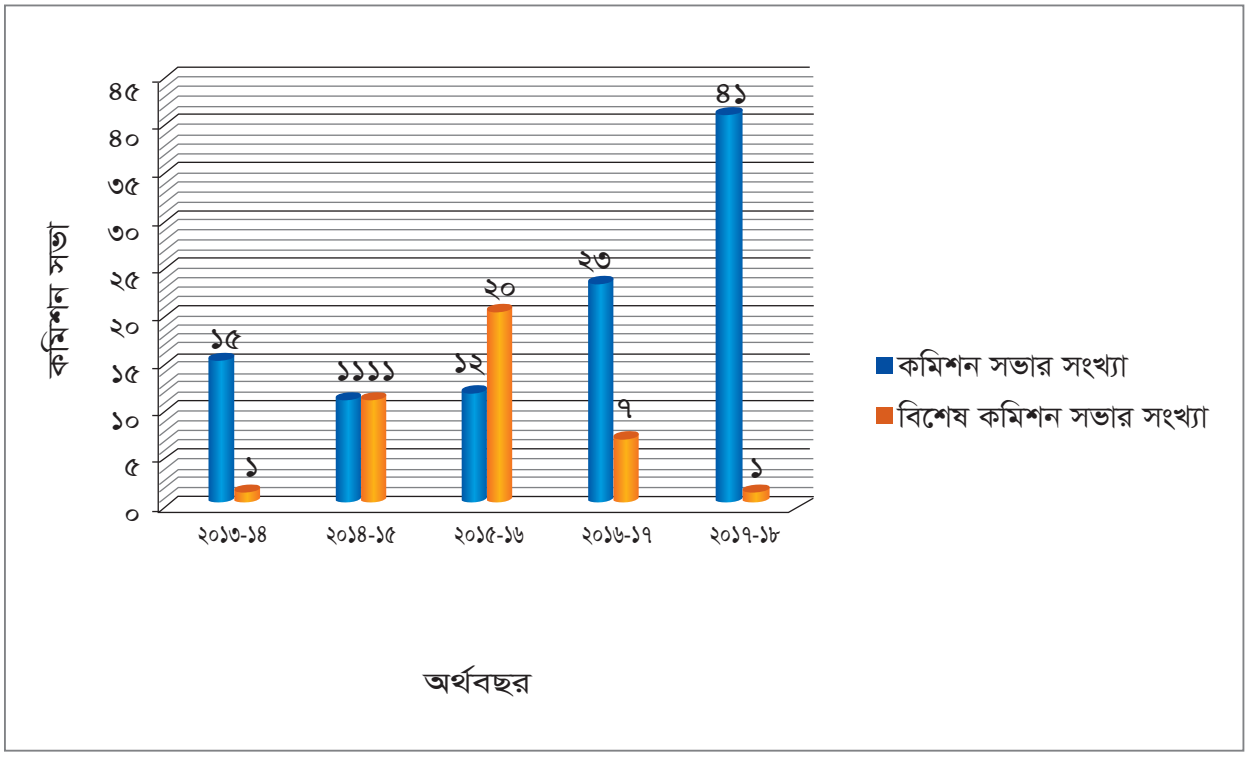

লেখচিত্র-১: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরভিত্তিক কমিশন সভা ও বিশেষ কমিশন সভার সাংখ্যিক প্রবণতা।

গণশুনানি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তে প্রভাবিত হতে পারে এমন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনার মাধ্যমে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের বক্তব্য শোনার জন্য সকল স্টেকহোল্ডারদের কমিশনে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ প্রক্রিয়ায় কমিশন ভোক্তা প্রতিনিধিগণের মতামত বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। ভোক্তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশন গণশুনানির বিজ্ঞপ্তি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করে।

১১ জুন ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের বিষয়ে গণশুনানি

উন্মুক্ত সভা

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ ও বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০১৬ অনুযায়ী সংশিষ্ট পক্ষগণের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপনন, সরবরাহ, মজুদকরণ, বিতরণের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২৩(৬) অনুযায়ী উন্মুক্ত সভার আয়োজন করে থাকে। উক্ত সভায় বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের ব্যবসায়ে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, বিস্ফোরক পরিদর্শক, কমিশনের সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সীর প্রতিনিধিবৃন্দ, কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বর্তমানে প্রতি তিন মাস অন্তর একটি করে উন্মুক্ত সভার আয়োজন করা হয়। গত ৫ (পাঁচ) বছরে কমিশনে অনুষ্ঠিত উন্মুক্ত সভার বিবরণ:

সারণি-২

অর্থবছর	উন্মুক্ত সভার সংখ্যা
২০১৩-১৪	২
২০১৪-১৫	২
২০১৫-১৬	৩
২০১৬-১৭	২
২০১৭-১৮	৪

৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশনের উন্মুক্ত সভা

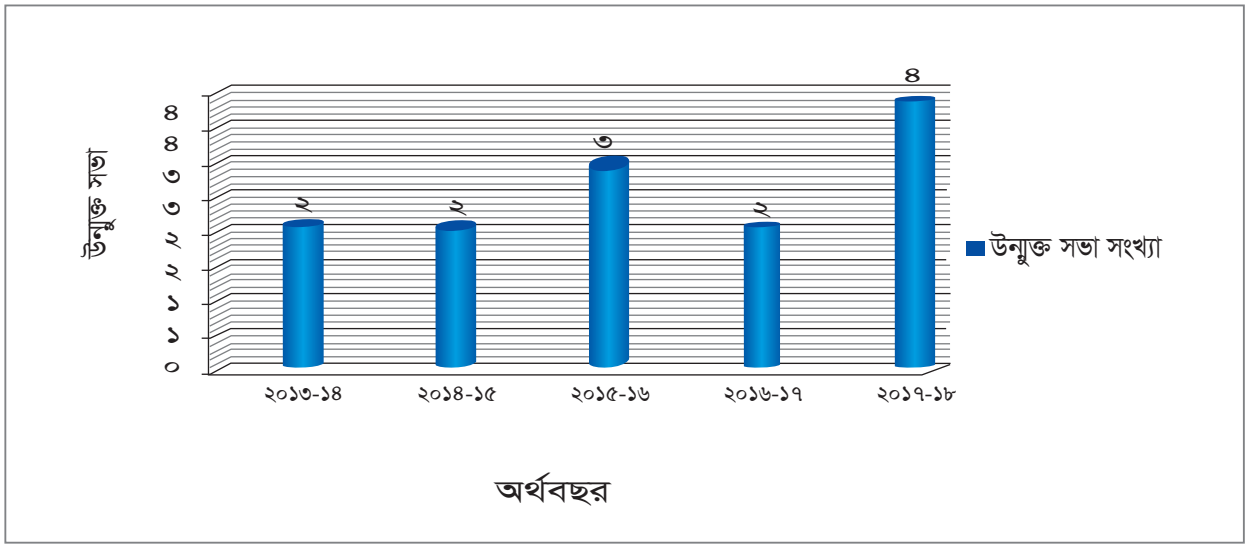

লেখচিত্র-২: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮ বছরভিত্তিক উন্মুক্ত সভার সাংখ্যিক প্রবণতা।

সমন্বয় সভা

কমিশনের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও গতিশীলভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বিদ্যমান কর্মকাণ্ডের সার্বিক বিষয়ে অগ্রগতি আলোচনার জন্য বর্তমান কমিশন মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করছে। সমন্বয় সভায় পূর্ববর্তী মাসে গৃহিত বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। কমিশনের কর্মকর্তাগণের দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা থাকলে সমন্বয় সভায় সরাসরি উপস্থাপনের সুযোগ পান এবং সমস্যা সমাধানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ সভা চালু করার ফলে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যা কমিশনের লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সারণি-৩

অর্থবছর	সভার সংখ্যা
২০১৭-১৮	১২

সমন্বয় সভা

প্রশাসন বিভাগ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

প্রশাসন বিভাগের কার্যক্রম

কমিশনের জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, প্রশিক্ষণ, সভা-সেমিনার আয়োজন, অফিস ভবন রক্ষণাবেক্ষণ, প্রয়োজনীয় অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ, লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা, স্টোর ব্যবস্থাপনা, প্রটোকল সংক্রান্ত, ডেসপাস নিয়ন্ত্রণসহ বিবিধ কার্যক্রম প্রশাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

সেমিনার

Energy Regulatory Regime: Lessons for Bangladesh শীর্ষক সেমিনার :

কমিশন ৩১ আগস্ট ২০১৭ তারিখে, প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও, ঢাকায় Energy Regulatory Regime: Lessons for Bangladesh শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভারতের সাবেক বিদ্যুৎ সচিব জনাব আর বি শাহী। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ; সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং ভারতের সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার হরি শংকর ব্রাহ্মা। সেমিনারে জ্বালানি খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান/প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক ৩১ আগস্ট ২০১৭ তারিখে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও, ঢাকায় "Energy Regulatory Regime: Lessons for Bangladesh" শীর্ষক দিনব্যাপী একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এ সেমিনারে ভারতের দু'জন সাবেক বিদ্যুৎ সচিব জনাব হরি শংকর ব্রাহ্ম এবং জনাব আর বি শাহী উপস্থিত ছিলেন

SAFIR এক্সিকিউটিভ ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা:

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ৯-১০ মে ২০১৮ তারিখে সোনারগাঁও, ঢাকায় SAFIR (South Asia Forum for Infrastructure Regulation) এর ১৫তম এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং এবং ২৪তম স্টিয়ারিং কমিটির মিটিং কমিশনের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের (ভারত, শ্রীলংকা, ভুটান, নেপাল, মালদ্বীপ) রেগুলেটরী কমিশনের চেয়ারম্যান/সদস্য এবং প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

১০ মে ২০১৮ তারিখে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁ, ঢাকা তে বিইআরসি কর্তৃক আয়োজিত South Asia Forum for Infrastructure Regulation (SAFIR) এর 15th Executive Committee Meeting

ইউনিফরম একাউন্টিং সিস্টেমঃ

গ্যাস সেক্টরের সকল ইউটিলিটি/সংস্থা সমূহে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে ২৭ জুন ২০১৮ তারিখে কমিশনের শুনানি কক্ষে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। এছাড়াও গ্যাস সেক্টরের সকল ইউটিলিটি সংস্থার প্রধানগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন ।

"Introducing Uniform Accounting System in Gas Sector" বিষয়ক কর্মশালা।

কমিশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ পাশের মাধ্যমে কমিশন ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিশন ইতোমধ্যে ১৬ বছর অতিক্রম করেছে। কমিশন ১৩ মার্চ ২০১৮ তারিখে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও, ঢাকায় ১৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করে। কমিশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে Emerging Role of Bangladesh Energy Regulatory Commission in 2021 and 2041 শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম। এছাড়াও সেমিনারে সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ; সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগসহ জ্বালানি খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান/প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৩ মার্চ ২০১৮ তারিখে বিইআরসি'র ১৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও, ঢাকায় আয়োজিত "Emerging Role of BERC in 2021 and 2041" শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

প্রশিক্ষণ

এনার্জি খাতে রেগুলেটরী একটি নতুন ধারণা। কমিশনের নিজস্ব ও প্রেষণে বা সংযুক্তিতে কর্মরত সকল কর্মকর্তার সক্ষমতা বৃদ্ধি, আইনে বর্ণিত দায়িত্বাবলী যথাযথ ভাবে পালন, বিইআরসিকে একটি বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে যুগোপযোগি ও বাস্তবমুখী একটি প্রশিক্ষণ ক্যালেণ্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়াও সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী সকল কর্মচারীর বার্ষিক ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশনে In-house প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কমিশনের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রেগুলেটরী কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মোট ৪ (চার) টি In-house প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে কমিশনে অনুষ্ঠিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের নাম	তারিখ	অংশগ্রহণকারী
১	আর্থিক ও চাকুরী বিধিমালা সংক্রান্ত	১৪/৯/২০১৭	সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী
২	সরকারি কর্মচারী আচরণ ও শৃঙ্খলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২০/১/২০১৮	গাড়িচালক ও অফিস সহায়ক
৩	আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩/২/২০১৮	ব্যক্তিগত সহকারী ও অফিস সহকারী
৪	আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০/২/২০১৮	উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক

নিজস্ব ভবন নির্মাণ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অনুকূলে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমিতে এনার্জি সাশ্রয়ী ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত গ্রীন বিল্ডিং (আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকার প্লট নং-এফ-৪/সি এর ০.২৪৫ একর বা ১৪.৭ কাঠা) নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ লক্ষ্যে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নকশা প্রণয়নের নিমিত্ত বিইআরসি ও ইন্সটিটিউট অব আর্কিটেকস (আইএবি) সাথে Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষরের নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত MoU মোতাবেক আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সালে কমিশনের নির্মিতব্য ভবনের নকশা চূড়ান্ত করা হবে।

টেস্টিং ইন্সটিটিউট স্থাপন

দেশে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের উৎপাদন, বিতরণ ও ব্যবহার পর্যায়ে ব্যবহৃত Tools and Equipments এর Standardization নির্ধারণ করা কমিশনের দায়িত্ব। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের Up-stream এবং Down stream এ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির মান নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদন ও ব্যবহার পর্যায়ে System loss কমিয়ে আনা সম্ভব। চাহিদাকৃত পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের অধিকাংশ সরকারি উদ্যোগে আমদানি হচ্ছে। আমদানীকৃত এ সকল সামগ্রীর মান যথাযথ কিনা এবং যন্ত্রপাতিসমূহের মান নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণে বিইআরসি'র অধীনে টেস্টিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য কমিশনের অনুকূলে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ০১ নং সেক্টরে ২০৩ নং রাস্তার ০০১ নং প্লটের ১ (এক) বিঘা আয়তনের জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। রাজউক হতে জমির মালিকানা পাওয়ার পর টেস্টিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

উন্নয়নমূলক প্রকল্প

Power Cell এর মাধ্যমে Rural Electrification and Renewable Energy Development II (RERED II) প্রকল্পের কার্যক্রম বিইআরসিতে চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে দুইজন পরামর্শক কর্মরত রয়েছে।

লাইব্রেরি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে একটি লাইব্রেরি রয়েছে। কমিশনের লাইব্রেরিতে বিভিন্ন বিভাগের কাজ সংশ্লিষ্ট দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বই রয়েছে। এ বইগুলো কমিশনের কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সমৃদ্ধ বই রয়েছে যা অধ্যয়নের মাধ্যমে কমিশনের কর্মকর্তাগণ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারে। কমিশনের লাইব্রেরিতে বিদ্যমান বইগুলো বিষয়ভিত্তিক সংরক্ষণ করা হয়েছে।

আউটরিচ কর্মসূচি

ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিশন আউটরিচ কর্মসূচি পালন করে আসছে। ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতা মূলক বাজার সৃষ্টি করা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অন্যতম লক্ষ্য। এ খাতের সম্পৃক্ত সংস্থাসমূহের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন করা যেমন কমিশনের দায়িত্ব তেমনি ভোক্তাদের স্বার্থ, ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও কমিশনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন স্থানীয়/তৃণমূল পর্যায়ে আউটরিচ কর্মসূচি আয়োজন করে থাকে। উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটি সংস্থাসমূহে সেবার মান সম্পর্কে মন্তব্য এবং বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণে মতবিনিময়সহ সরাসরি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে কমিশন সিলেট বিভাগে আউটরিচ কর্মসূচি আয়োজন করে। উক্ত সভায় সিলেট বিভাগের মাননীয় বিভাগীয় কমিশনার ড. মোছাম্মাৎ নাজমানারা খানুম সভাপতিত্ব করেন। সভায় বিভিন্ন অংশীজন উপস্থিত ছিলেন।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে সিলেট অঞ্চলে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা, গ্রাহক সেবা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মনোয়ার ইসলাম।

অভিযোগ বক্স

কমিশনের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশনের প্রবেশমুখে একটি স্বচ্ছ অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। কমিশনে আগত সেবা প্রার্থী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি/স্টেকহোল্ডারগণ কমিশনের সেবার বিষয়ে কোনো পরামর্শ/অভিযোগ থাকলে তা অভিযোগ বাক্সে জমা দিতে পারেন। এছাড়াও, অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করার জন্য complain.berc@gmail.com. ই-মেইল ব্যবহার করতে পারে।

আইসিটি সেলের কার্যক্রম

ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম:

আধুনিক ও যুগোপযোগি প্রযুক্তি সংযোজনের পাশাপাশি সেবাসমূহকে সহজীকরণ এবং সরকারের গৃহিত ই-সার্ভিস সমূহ কমিশনে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইনোভেশন টিম কাজ করছে। কমিশনের একজন পরিচালক (সরকারের উপসচিব), একজন উপপরিচালক (সরকারের সিনিয়র সহকারী সচিব) এবং চারজন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইনোভেশন টিমের মাসিক সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের ইনোভেশন টিমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০১৯ প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

ই-নথি কার্যক্রম:

১ ডিসেম্বর ২০১৭ হতে কমিশনে ই-নথি কার্যক্রম চালু করা হয়। আগামী ১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে কমিশনের সকল শাখায় ই-নথি ব্যবহার শুরু করা হবে।

ই-লাইসেন্সিং সিস্টেম:

কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ জ্বালানি খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে লাইসেন্স প্রদান। লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রমকে সেবা গ্রহীতাদের কাছে সহজলভ্য এবং দ্রুত করার লক্ষ্যে সেবাটিকে ডিজিটাইজড করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অনলাইন ই-লাইসেন্সিং সিস্টেম সফটওয়্যার তৈরির সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সংশিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অতি দ্রুত এটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হবে এবং সেবা গ্রহীতাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাগণ অনলাইনে কমিশন হতে প্রদত্ত সকল প্রকার লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারবে এবং অনলাইনের মাধ্যমেই লাইসেন্স ইস্যু করা হবে। এতে সেবা গ্রহিতাদের লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সময় ও খরচ কমে যাবে। এছাড়া লাইসেন্স আবেদন ও গ্রহণের জন্য অফিসে যাতায়াতের প্রয়োজন হবে না এবং ঝামেলাবিহীন ভাবে সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

ওয়েবসাইট:

কমিশনের একটি ওয়েবসাইট রয়েছে যার অ্যাড্রেস হলো www.berc.org.bd। বিদ্যমান ওয়েব সাইটের মাধ্যমে কমিশনের সেবা সংক্রান্ত এবং বিভিন্ন তথ্য সহজে পাওয়া যায়। কমিশনের ওয়েবসাইটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের বিদ্যুৎ অনুবিভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিপণন ও বিতরণ লাইসেন্স প্রদান, কোডস এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন এবং এনার্জি ইফিসিয়েন্সী সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সরকারি খাতের ৪টি এবং বেসরকারি খাতে ৬৮টি সংস্থা ও কোম্পানি কমিশন থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স গ্রহণ করে জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে, যা সঞ্চালন ও বিতরণের পর শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও আবাসিক গ্রাহকগণের ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

জাতীয় গ্রীডের আওতাধীণ জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন

জুন, ২০১৭ পর্যন্ত জাতীয় গ্রীডে ক্যাপটিভ ব্যতীত সর্বমোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৩,৫৫৫ মে:ও:। জুন, ২০১৮ এ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২,৫০০ মে:ও: বৃদ্ধি পেয়ে মোট ১৫,৯৫৩ মে:ও: এ দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে সরকারি খাতের অবদান ৮,৮৪৫ মে:ও:, বেসরকারি খাতের অবদান ৬,৬৪৮ মে:ও: এবং আমদানি করা হচ্ছে ৬৬০ মে:ও:। আমদানিকৃত ৬৬০ মে:ও: এর মধ্যে ভারতের বহরমপুর থেকে ভেড়ামারায় ৫০০ মে:ও: এবং ত্রিপুরা থেকে কুমিল্লায় ১৬০ মে:ও: বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ৬১% বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা গ্যাস ভিত্তিক। তরল জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বিগত কয়েক বছরে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাথমিক জ্বালানি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলএনজি, আমদানিকৃত কয়লা, সরাসরি বিদ্যুৎ আমদানি এবং পারমাণবিক শক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপর জোর দেয়া হয়েছে। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সেক্টরের জ্বালানি ভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতার চিত্র নিম্নরূপ:

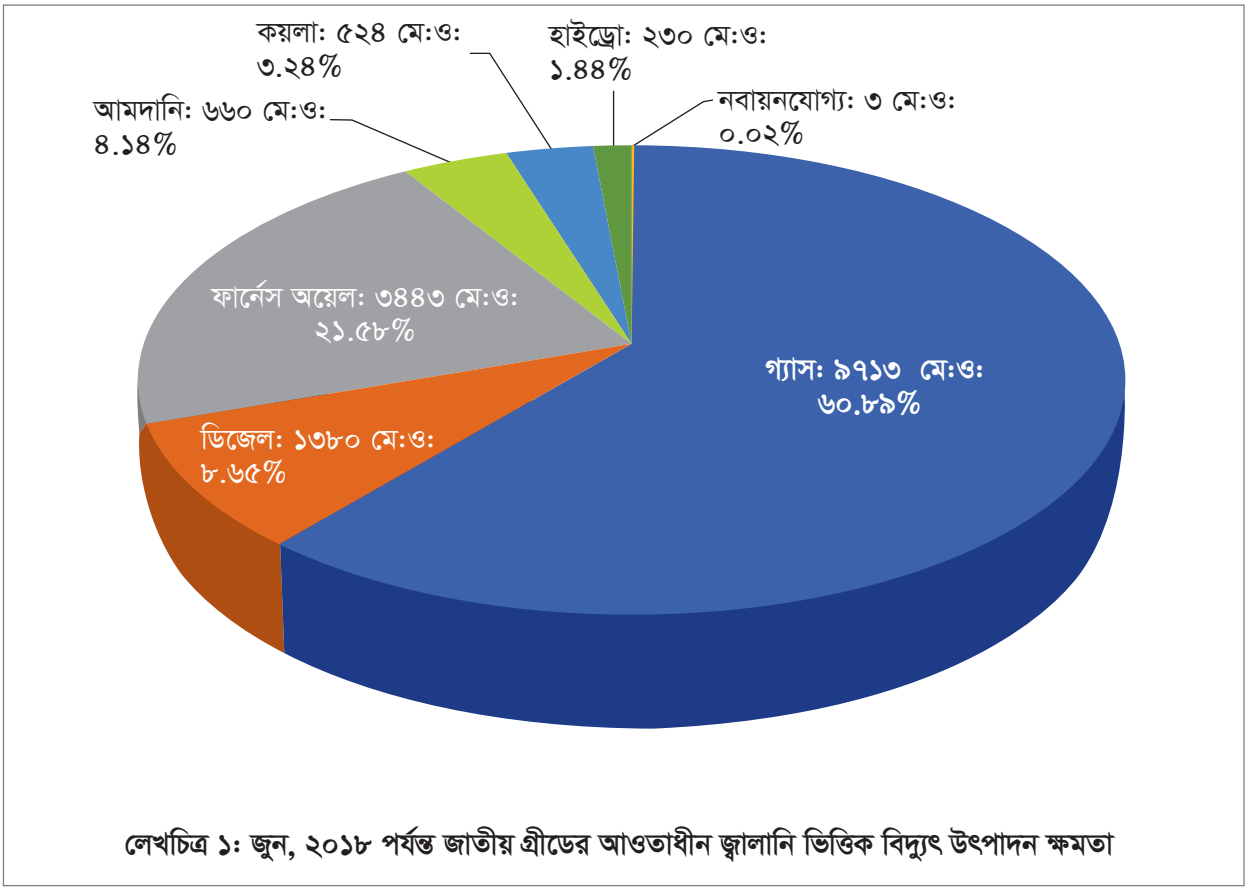

লেখচিত্র ১: জুন, ২০১৮ পর্যন্ত জাতীয় গ্রীডের আওতাধীন জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

লাইসেন্সিং কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ২৭ ধারা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, এনার্জি বিপণন ও বিতরণ, এনার্জি সরবরাহ এবং এনার্জি মজুতকরণে আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমিশন থেকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। উক্ত আইন অনুযায়ী কমিশন থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে নিয়োজিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স/সার্টিফিকেট প্রদানসহ লাইসেন্সিদের সেবার মান উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া সহজীকরণ করার লক্ষ্যে লাইসেন্সের আবেদন ফরম সংশোধনপূর্বক হালনাগাদ করা হয়েছে। ই-লাইসেন্সিং এর কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সিঙ্গেল বায়ার মার্কেট মডেলের আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সরকারি খাতে ৪ টি, বেসরকারি খাতে (আইপিপি এবং আরপিপি) ৬৮ টি, বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য ১ টি এবং বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য ৬ টি সংস্থাকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ৬৫৯ টি প্রতিষ্ঠানকে ক্যাপটিভ ক্যাটাগরীর বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স

সরকারি:

সারণি-১

ক্রমিক নং	সরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সি	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	জুন, ২০১৮ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে:ও:)
১.	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)	৩৫	৫,২৬৬
২.	আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড (এপিএসসিএল)	০৫	১,৪৪৪
৩.	নর্থওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (নওজোপাডিকো)	০৪	১,০৭০
৪.	ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি)	০৩	৮৩৯
মোট		**৪৭**	**৮,৬১৯**

বেসরকারি:

সারণি-২

ক্রমিক নং	বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সি	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	জুন, ২০১৮ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে:ও:)
১.	ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আইপিপি)	৪০	৪,৪৫০
২.	রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট (আরপিপি)	২৮	৩,০০৮
৩.	কমার্শিয়াল পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিওপিপি)*	১৩	৭৩৬
৪.	স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট (এসপিপি)	০৮	৮৬
৫.	ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিপিপি)**	৬৫৯	২,৭০৭
মোট		**৭৪৮**	**১০,৯৮৭**

* বিশেষ দ্রষ্টব্য: বেসরকারি খাতে লাইসেন্সি প্ল্যান্টগুলোর মধ্যে কিছু সিওপিপি লাইসেন্স গ্রহণ করলেও অদ্যাবধি কমিশনিং হয়নি।

** বিশেষ দ্রষ্টব্য: ২,২৪৮ টি ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট (১ মে:ও: এর নিচে) পরিচালনা করার জন্য লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।

সঞ্চালন লাইসেন্স:

সারণি-৩

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইসেন্সি	জুন, ২০১৮ পর্যন্ত সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য	ক্ষমতা
১.	পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি)	১১,১২২ সার্কিট কি:মি:	৩৬০৪৪ এমভিএ

বিতরণ লাইসেন্স:

সারণি-৪

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্সি	জুন, ২০১৮ পর্যন্ত সর্বোচ্চ চাহিদা (মে:ও:)	জুন, ২০১৮ পর্যন্ত গ্রাহক সংখ্যা
১.	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)	১০,৩২৪	২৮,০১,৮৬২
২.	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো)	৬,০৪০	২,২৯,৪৮,৮২২
৩.	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)	১,৪৭৯	১১,৯৫,৮২৯
৪.	ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)	৯০০	৮,৮০,৫০৫
৫.	ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)	৬০৪	১০,৮৩,৪৬৬
৬.	নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (নেসকো)	৬৬৪	১৩,৮২,০১৫
	মোট	**২০,০১১**	**৩,০২,৯২,৪৯৯**

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স প্রদান

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন ক্যাটাগরির সর্বমোট ৩৫২ টি নতুন লাইসেন্স/সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। কমিশনের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ ২০০৫ সাল থেকে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন ক্যাটাগরির সর্বমোট ৩,০০০ টি লাইসেন্স/সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। নিম্নের ছকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এবং জুন, ২০১৮ পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি খাতে ইস্যুকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সের সংখ্যাভিত্তিক তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো:

বিদ্যুৎ উৎপাদনে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের পরিসংখ্যান

সারণি-৫

লাইসেন্সের ক্যাটাগরি	২০১৭-১৮ অর্থবছরে ইস্যুকৃত লাইসেন্স সংখ্যা	৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত মোট ইস্যুকৃত লাইসেন্স সংখ্যা
সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সি	০	০৪
বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সি:		
ক. লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট (নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক ৫টি সহ)	২৩৫	২,২৪৮
খ. ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিপিপি)	১০৮	৬৫৯
গ. ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আইপিপি) (সোলার ভিত্তিক ০১ টি সহ)	০৯	৪০
ঘ. রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট (আরপিপি)	০	২৮
ঙ. কমার্শিয়াল পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিওপিপি)	০	১৩
চ. স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট (এসপিপি)	০	০৮
মোট	**৩৫২**	**৩,০০০**

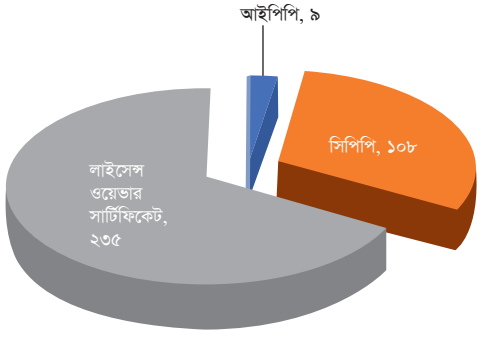

লেখচিত্র ২: ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৩৫২ টি লাইসেন্স প্রদান

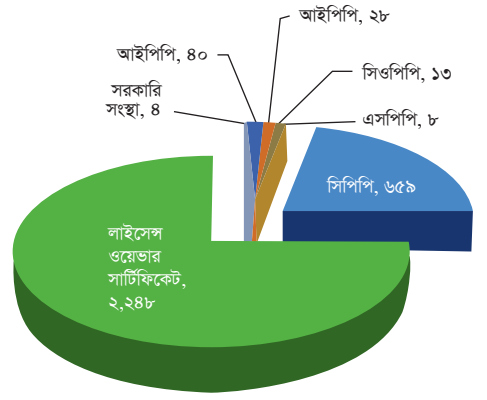

লেখচিত্র ৩: জুন, ২০১৮ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে পুঞ্জিভূত ৩,০০০ টি লাইসেন্স প্রদান

ক্যাপটিভ খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১০৮ টি নতুন ক্যাপটিভ লাইসেন্সের আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে ২৯৭ মে:ও:। ২০১৭-১৮ অর্থ বছর শেষে ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের (৬৫৯ টি) পুঞ্জিভূত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ২,৭০৭ মে:ও:। এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৩৫ টি ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে (অনুর্ধ্ব ১ মে:ও:) ওয়েভার সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে। উক্ত ২৩৫ টি ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৯৭ মে:ও:। ২০১৭-১৮ অর্থ বছর শেষে ওয়েভার সার্টিফিকেট ক্যাটাগরীর ২,২৪৮ টি ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পুঞ্জিভূত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১,০০০ মে:ও:।

বিদ্যুৎখাতে বছরওয়ারি ইস্যুকৃত লাইসেন্সের তুলনামূলক চিত্র

বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ইস্যুকৃত মোট লাইসেন্সের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

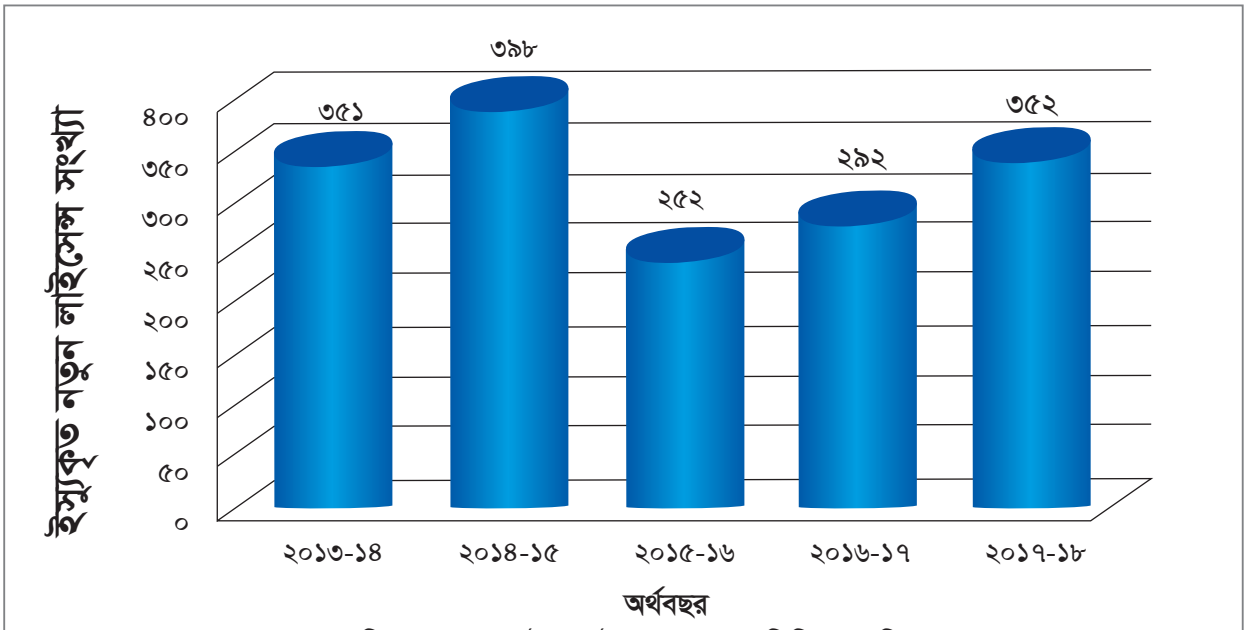

লেখচিত্র ৪: নতুন লাইসেন্স ইস্যু করার বছরভিত্তিক সাংখ্যিক প্রবণতা

ই-লাইসেন্সিং সিস্টেম

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মধ্যে ই-লাইসেন্সিং সিস্টেম পরীক্ষামূলক ভাবে চালু হবে। ই-লাইসেন্সিং সিস্টেমের মাধ্যমে লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া অনলাইন ভিত্তিক হওয়ায় আবেদন প্রক্রিয়া আরো সহজ এবং দ্রুত হবে। আবেদনকারীদের ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে লাইসেন্স প্রদান করা হবে। ফলে লাইসেন্স প্রাপ্তি অধিকতর সহজ হবে।

বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

কমিশন লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর পাওয়ার প্ল্যান্টের বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর পাওয়ার প্ল্যান্টের যে কোন ধরনের দুর্ঘটনার জন্য সমস্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করা হয়। লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেফটি ইস্যু যেমন জেনারেটরসমূহের আর্থিং সিস্টেম এবং আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্ট রির্পোট, জেনারেটরসমূহের প্রোটেকশন সিস্টেম, পাওয়ার প্ল্যান্টের লে-আউট, পাওয়ার প্ল্যান্টসহ সাবস্টেশন এবং গ্রীড কানেকশনের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম বিশদভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। এছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবেশ যাতে দূষিত না হয় সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনতা ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সংগ্রহের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়। তরল জ্বালানিভিত্তিক প্ল্যান্টের জ্বালানি মজুদকরণে জেনারেটরসমূহের ফুয়েল সাপ্লাই সিস্টেম বিশদভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তরল জ্বালানি মজুদকরণে বিস্ফোরক অধিদপ্তরের লাইসেন্স ব্যতীত কোন সাময়িক লাইসেন্সিকে নিয়মিত লাইসেন্স প্রদান করা হয় না।

এনার্জি ইফিসিয়েন্সি

পাওয়ার প্ল্যান্টসমূহের এগজস্ট গ্যাস ব্যবহার করে কো-জেনারেশন বা কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের লাইসেন্সিদের উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জ্বালানি ব্যয় এবং বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের হিসাব রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর জেনারেটর সমূহের দক্ষতা পরিমাপে বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জ্বালানি ব্যয়ের হিসাব এবং মেশিনের হীট রেট যাচাই করা হয় এবং সে মোতাবেক লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে।

কোডস এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন

গ্রীড কোড:

গ্রীড কোড এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ট্রান্সমিশন সিস্টেম পরিকল্পনা, ফ্রিকোয়েন্সি ও ভোল্টেজ ম্যানেজমেন্ট, জেনারেশন শিডিউল প্রস্তুতকরণ, ব্ল্যাকআউটের সময় সিস্টেম রিকভারি, ট্রান্সমিশন সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত যে কোন ইকুইপমেন্টের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সঠিক উপায়ে মিটারিং ইত্যাদি সংক্রান্ত রেগুলেশনস প্রণয়নের মাধ্যমে গ্রীডের গুণগত মান ও স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৫৯ এর উপধারা ২(ঙ) ও ২(চ) এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ইলেকট্রিসিটি গ্রীড কোড এর খসড়া চূড়ান্ত করার এবং রেগুলেশনস আকারে জারি করার কার্যক্রম চলমান রেখেছে।

ডিস্ট্রিবিউশন কোড:

ডিস্ট্রিবিউশন কোড এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেম পরিচালন ও সমন্বয়, বিতরণ পরিকল্পনা, সংযোগ শর্তাবলী, বিতরণ সিস্টেম অপারেশন, প্রোটেকশন, পাওয়ার কোয়ালিটি ও সিস্টেম লসের স্ট্যান্ডার্ড বজায়, বিতরণ সিস্টেমের নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ সরবরাহ পদ্ধতি, সঠিক উপায়ে মিটারিং এবং বিল পেমেন্ট ইত্যাদি সংক্রান্ত রেগুলেশনস প্রণয়নের মাধ্যমে সার্বিক বিতরণ সিস্টেমের গুণগত মান ও স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা। বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়নের স্বার্থে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৫৯ এর উপধারা ২(ঙ) ও ২(চ) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ডিস্ট্রিবিউশন কোড প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

গ্যাস বিভাগ

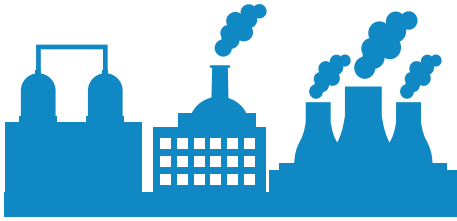

গ্যাস বিভাগের কার্যক্রম

গ্যাস কোম্পানীসমূহের লাইসেন্স কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (সংশোধন ২০০৫ ও ২০১০) এর ধারা ৩ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, এনার্জি বিপণন ও বিতরণ, এনার্জি সরবরাহ ও এনার্জি মজুতকরণ সংক্রান্ত ব্যবসায় নিয়োজিত হতে চাইলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন হতে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। গ্যাস খাতে সংশিষ্ট সংস্থাসমূহকে তিনটি ক্যাটাগরিতে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে, যা নিম্নরুপ:

ক) বিপণন লাইসেন্স:

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে পাবলিক সেক্টরে কাজ করছে। এ সংস্থা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ৯৮৭.৩ বিসিএফ প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করেছে। নিম্নে খাতওয়ারী উক্ত গ্যাসের ব্যবহার দেখানো হলো।

সারণি-১: খাতওয়ারী গ্যাসের আনুপাতিক ব্যবহারের বিবরণ

ক্রমিক নং	খাত	ব্যবহারের আনুপাতিক হার (%)
১	বিদ্যুৎ	৪০.৮৮
২	ক্যাপটিভ	১৬.২৬
৩	শিল্প	১৬.৫২
৪	গৃহস্থালী	১৫.৬৪
৫	সার	৪.৯৬
৬	সিএনজি	৪.৭৬
৭	চা	০.১০
৮	বাণিজ্যিক	০.৮৮
মোট		১০০ .০০

সূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন, পেট্রোবাংলা।

খ) সঞ্চালন লাইসেন্স:

গ্যাস সঞ্চালনের ক্ষেত্রে ৩টি কোম্পানীকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। কোম্পানীগুলোর সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য ও ২০১৭-১৮ সালের সঞ্চালিত গ্যাসের পরিমান নিম্নরুপঃ

সারণি-২: সঞ্চালন কোম্পানীর লাইন ও সঞ্চালিত গ্যাসের বিবরণ

ক্রমিক নং	গ্যাস কোম্পানীর নাম	সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	গ্যাসের পরিমাণ (এমএমসিএম) ২০১৭-২০১৮
১	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড	১৫৬০.৪৩	২১,৮৩১.১৮
২	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড	৩৯৬.৬৪৬ (নিজস্ব)	২৫১৯.৭৩ (নিজস্ব পাইপ লাইন দ্বারা সঞ্চালিত)
৩	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড	৪৬৫.০৭৮ (নিজস্ব)	১৬৬২.২১১ (নিজস্ব পাইপ লাইন দ্বারা সঞ্চালিত)

সূত্র: সংশিষ্ট কোম্পানীর বার্ষিক প্রতিবেদন।

গ) বিতরণ লাইসেন্স:

গ্যাস বিতরণের ক্ষেত্রে ৬টি কোম্পানিকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কোম্পানীসমূহের সরবরাহকৃত গ্যাসের পরিমাণ এবং গ্রাহক সংখ্যা নিম্নরূপঃ

সারণি-৩: বিতরণ কোম্পানীর গ্রাহক সংখ্যা ও সরবরাহকৃত গ্যাসের বিবরণ

ক্রমিক নং	গ্যাস কোম্পানীর নাম	২০১৬-১৭ অর্থবছরে সরবরাহকৃত গ্যাসের পরিমাণ (এমএমসিএম)	গ্রাহক সংখ্যা
১	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড	১৭,০১৮.৯৯	২৭,৩৪,৫৩৪
২	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড	২,৯৪১.৪২	২,২৩,৭১৫
৩	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিশন কোম্পানী লিমিটেড	৪,০৩৩.৩৪	২,৪২,৪৮৭
৪	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড	৯১০.৯৭	১,২৮,৯২৭
৫	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড	৩৪৭.৪৮	১,২৫০
৬	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড	২,৭০৩.৭০	৬,০২,০৭৪
মোট		**২৭,৯৫৫৫.৯১**	**৩৯,৩২,৯৮৭**

সূত্র: সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ষিক প্রতিবেদন।

কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্সের বিবরণ

লাইসেন্স প্রদান, বাতিল, সংশোধন ও লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ করা কমিশনের অন্যতম একটি কাজ। উন্মুক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট সংস্থার উপস্থিতিতে চূড়ান্ত লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

সারণি-৪: বিগত ৫ অর্থবছরের ইস্যুকৃত লাইসেন্সের বিবরণ

ক্যাটাগরি	বিবরণ	অর্থবছর ২০১৩-১৪	অর্থবছর ২০১৪-১৫	অর্থবছর ২০১৫-১৬	অর্থবছর ২০১৬-১৭	অর্থবছর ২০১৭-১৮
সিএনজি (মজুতকরণ ও বিতরণ লাইসেন্স)	নতুন	৫৮	৫২	৭২	৩৮	৩৯
	নবায়ন	৭৬	৪৫	৬৪	১৪৫	২১৬
এলপিজি (মজুদকরণ, বোতলজাতকরণ, বিতরণ ও বিপণন লাইসেন্স)	নতুন	-	-	১	-	১
	সাময়িক	-	১	-	৩	১১
	নবায়ন	-	১	৬	-	৫
	বর্ধিতকরণ	-	-	-	-	৯
গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানীর লাইসেন্স	নবায়ন	৩	৩	১	২	৩
গ্যাস বিতরণ কোম্পানীর লাইসেন্স	নতুন	-	-	-	-	১
	নবায়ন	৪	৫	-	-	৫
গ্যাস বিপণন কোম্পানীর লাইসেন্স	নবায়ন	১	১	-	-	১
প্রপেন/বিউটেন মজুদকরণ ও বিতরণ	নতুন	-	-	-	-	১
এলএনজি মজুদকরণ	নতুন	-	-	-	-	১
মোট		**১৪২**	**১০৮**	**১৪৪**	**১৮৮**	**২৯৩**

সূত্র: বিইআরসি ডাটাবেজ।

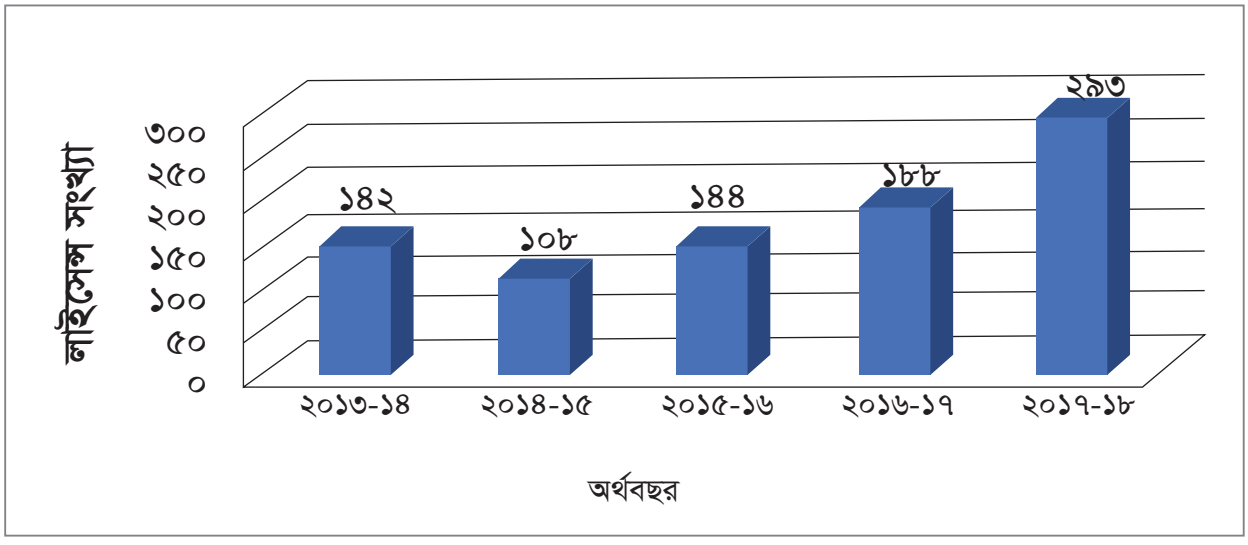

লেখচিত্র-১: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত বার্ষিক ইস্যুকৃত লাইসেন্সের পরিসংখ্যান।

জানুয়ারি ২০০৯ হতে অক্টোবর ২০১৮ সালের পুঞ্জিভূত লাইসেন্সের হিসাব বিবরণী নিম্নরুপ:

সারণি-৫: পুঞ্জিভূত লাইসেন্সের হিসাব বিবরণী

ক্রমিক নং	ক্যাটাগরি	সংখ্যা
১	সিএনজি	৪৩৮
২	প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ	৬
৩	প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন	৩
৪	প্রাকৃতিক গ্যাস বিপণন	১
৫	এলপিজি	২২
৬	এলএনজি	১
৭	বিউটেন/প্রপেন	২
মোট		**৪৭৩**

সূত্র: বিইআরসি ডাটাবেজ।

ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল পরিচালনা ও এলএনজি ক্রয়

জ্বালানি নিরাপত্তার স্বার্থে কক্সবাজার জেলার মহেশখালিতে ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন পৃথক দুটি Floating Storage Regasification Unit (FSRU) এর জন্য Latent Heat Capture System (LHCS) স্থাপন ও এলএনজি আমদানি বাবদ সর্বমোট ৮৪৪.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ আনুমানিক ৬,৯২২.৪৪ কোটি টাকা 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' হতে সংস্থানে কমিশন নীতিগত সম্মতি প্রদান করেছে।উক্ত অর্থ 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল নীতিমালা, ২০১৮' দ্বারা পরিচালিত হবে। ৩০ জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত উক্ত তহবিল হতে ৫৪৬.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' রি-ভলভিং ফান্ড হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে।

চিত্র ১: এলএনজি সরবরাহের জন্য ট্রান্সমিশন পয়েন্ট স্থাপন। (সূত্র: আরপিজিসিএল)

চিত্র ২: **Floating Storage Regasification Unit (FSRU)**, মহেশখালি, কক্সবাজার। (সূত্র: আরপিজিসিএল)

প্রণিতব্য প্রবিধানমালা

কমিশন আইনের ধারা ২২(চ) অনুযায়ী কমিশনের অন্যতম কার্যাবলী হচ্ছে জ্বালানি সেক্টরে গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোড্স ও স্ট্যান্ডার্ডস্ প্রণয়ন এবং তার সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করা। সিএনজি খাতে গুণগতমান সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রবিধান দুটি চূড়ান্তকরণের জন্য কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে:

(ক) সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) রিফুয়েলিং স্টেশন নিরাপত্তা কোডস্ প্রবিধানমালা।

(খ) যানবাহনের সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) জ্বালানি ব্যবস্থার নিরাপত্তা কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ডস্ প্রবিধানমালা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

(ক) গ্যাসের মজুদকরণ, বিতরণ ও সঞ্চালনের মান নিয়ন্ত্রণ;

(খ) এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ;

(গ) জ্বালানিখাতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

(ঘ) অটোগ্যাস স্টেশনের লাইসেন্স প্রদান।

পেট্রোলিয়াম বিভাগ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

পেট্রোলিয়াম বিভাগের কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ২৭ ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, এনার্জি বিপণন ও বিতরণ, এনার্জি সরবরাহ এবং এনার্জি মজুতকরণ ব্যবসায় নিয়োজিত হতে হলে কমিশন থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। যেখানে ধারা ২(খ) অনুযায়ী "এনার্জি" অর্থ বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ এবং ধারা ২(থ) অনুযায়ী "পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ" অর্থ প্রক্রিয়াজাত বা অপ্রক্রিয়াজাত তরল কিংবা কঠিন হাইড্রোকার্বন মিশ্রণ এবং পেট্রোলিয়াম উপজাত যেমন: লুব্রিকেন্ট ও পেট্রোলিয়াম দ্রাবক (solvent) উহার অন্তর্ভূক্ত হবে, তবে প্রাকৃতিক গ্যাস উহার অন্তর্ভূক্ত হবে না।

উক্ত আইন অনুযায়ী পেট্রোলিয়াম অনুবিভাগ পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুতকরণ, বিপণন ও বিতরণ, সঞ্চালন ও সরবরাহে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদানসহ লাইসেন্সীদের সেবার মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের লাইসেন্স প্রাপ্তির পদ্ধতি

নতুন লাইসেন্স গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর ওয়েবসাইটে (www.berc.org.bd) নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আবেদন ফিসসহ আগ্রহী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমিশনে আবেদন জমা দিতে হয়। আবেদনটি যাচাই বাছাই করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও অপারেশন ব্যবস্থাপনা দক্ষতা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে কমিশন অথবা কমিশন কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি দ্বারা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের পর মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কমিশন সভায় অনুমোদনের মাধ্যমে সাময়িক লাইসেন্স প্রদান করা হয়। পরবর্তিতে উন্মুক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে কোন আপত্তি না থাকলে দুই বছর মেয়াদী নিয়মিত লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পেট্রোলিয়াম অনুবিভাগ নবায়ন লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। এছাড়াও লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা পরিবর্তন, পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমাণ পরিবর্তন করলে সংশোধনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধিত লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

পেট্রোলিয়াম বিভাগের অর্জন

কমিশনের কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গভাবে শুরু হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ ২০০৮ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে পেট্রোলিয়াম অনুবিভাগ কর্তৃক সর্বমোট ৬৩২ টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে লুব্রিকেটিং অয়েল, বেজ অয়েল ও এডিটিভস ক্যাটাগরীতে ৩১৬ টি(৪৬%), প্যারাফিন ওয়াক্স ও অন্যান্য ক্যাটাগরীতে ১৭৪টি (২৫%), বিটুমিন ক্যাটাগরীতে ৯০ টি (১৩%), ট্রান্সফরমার অয়েল ক্যাটাগরীতে ৭০ টি (১০%) এবং ফুয়েল অয়েল ও কনডেনসেট ক্যাটাগরীতে ৩৮টি(৬%) লাইসেন্স দেয়া হয়েছে (লেখচিত্র-১ দ্রষ্টব্য)।

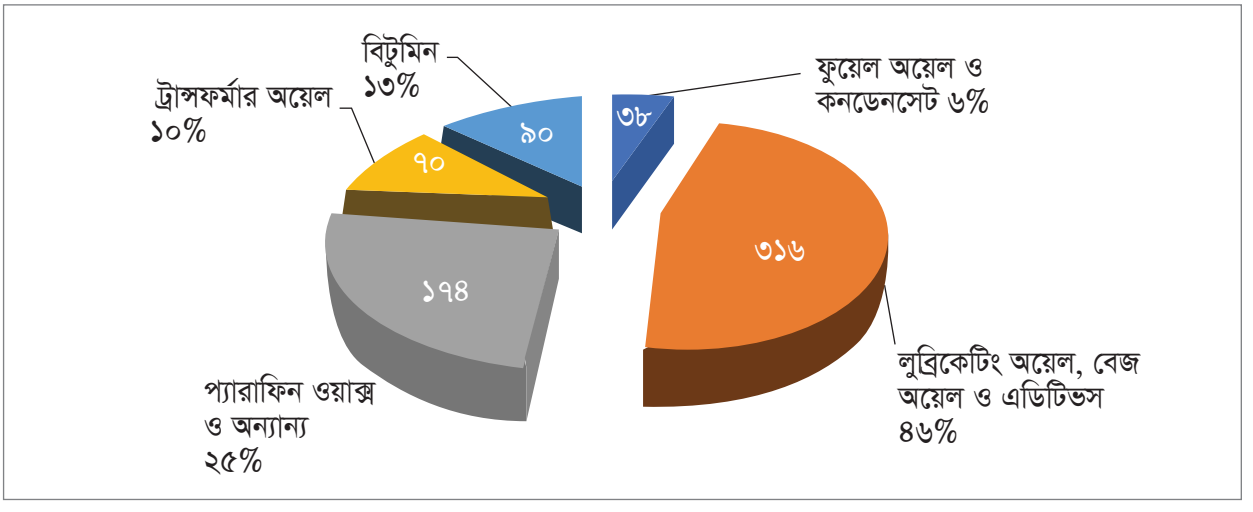

লেখচিত্র -১: বিভিন্ন পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের অনুকূলে ইস্যুকৃত মোট লাইসেন্স সংখ্যার শতকরা পরিমাণ।

২০১৪-১৫ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নতুন, নবায়ন ও সংশোধন লাইসেন্স ইস্যু করার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৬১ টি, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩২৯ টি, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৭১ টি, এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪৯৪ টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়। গত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১১৪ টি নতুন লাইসেন্স, ২৪৪ টি নবায়ন লাইসেন্স ও ১৩৬ টি সংশোধন লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে (লেখচিত্র-২ দ্রষ্টব্য)।

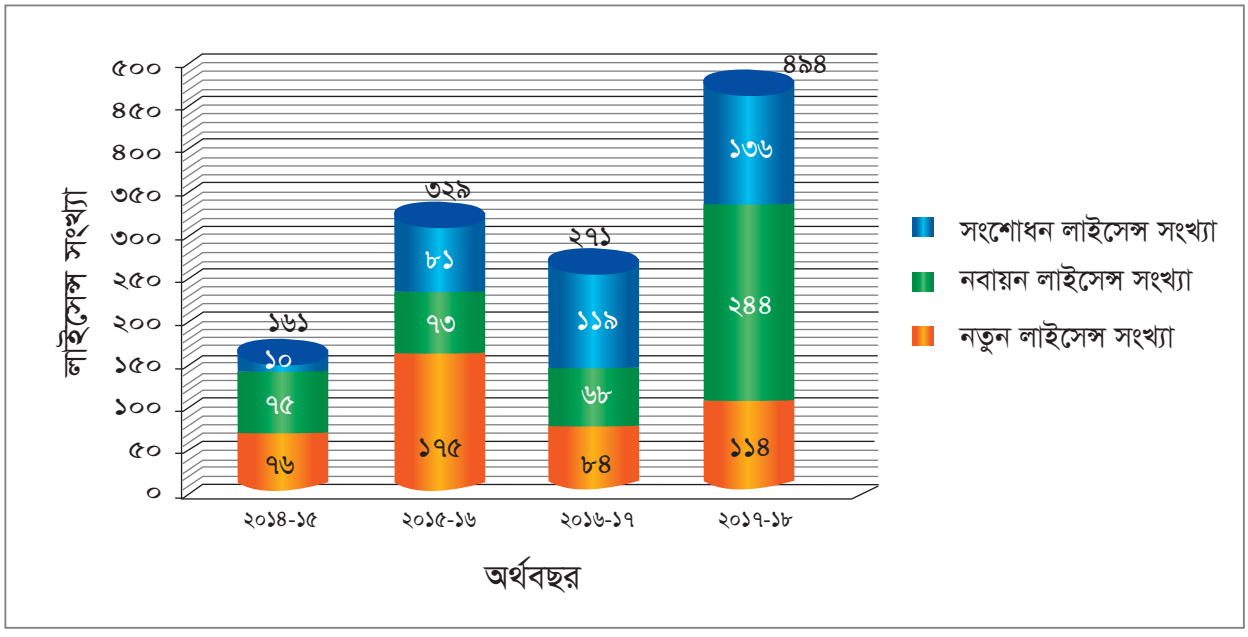

লেখচিত্র-২: পেট্রোলিয়াম বিভাগ থেকে নতুন, নবায়ন ও সংশোধন লাইসেন্স ইস্যু করার বছরভিত্তিক সাংখ্যিক প্রবণতা।

অর্থবছর ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণ ক্যাটাগরীতে ফুয়েল অয়েল ও কনডেনসেট মজুদকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ২০১%, লুব্রিকেটিং অয়েল মজুদকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪৪%, প্যারাফিন ওয়াক্স ও অন্যান্য মজুদকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭০%, ট্রান্সফরমার অয়েল মজুদকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩০% এবং বিটুমিন মজুদকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১১,৭৩০%(লেখচিত্র-৩ দ্রষ্টব্য)।

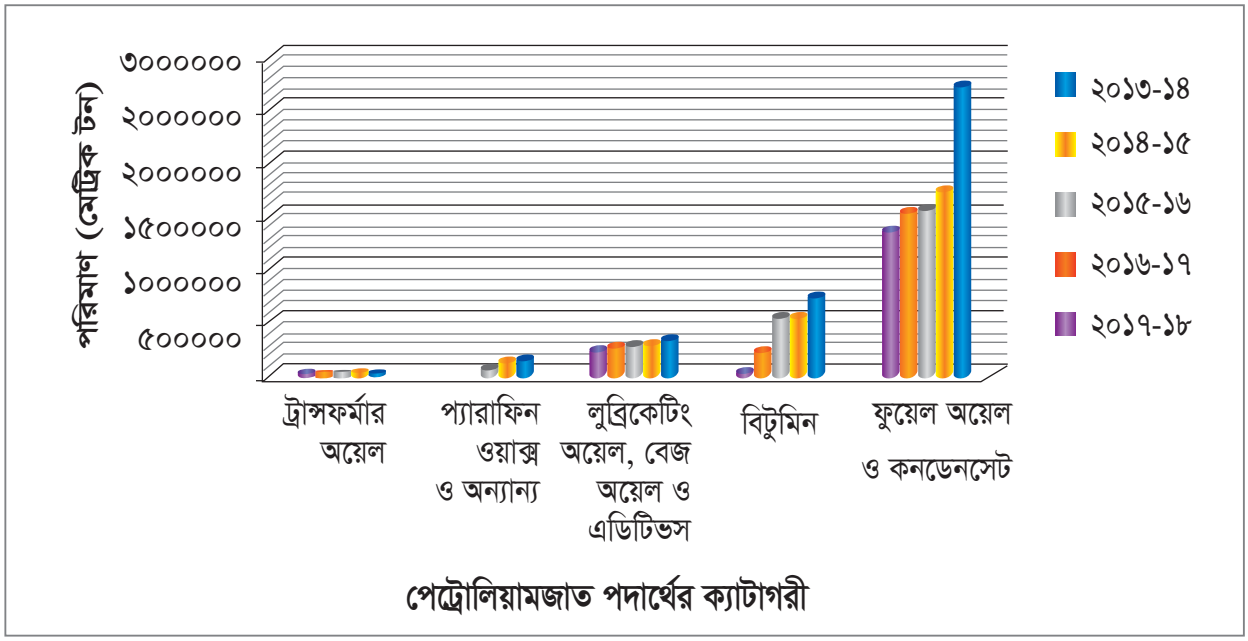

লেখচিত্র-৩: বিভিন্ন পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের মজুতকরণের বছরভিত্তিক বার্ষিক অনুমোদিত পরিমাণ (মেট্রিক টন)

অর্থবছর ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের বিপণন ও বিতরণ ক্যাটাগরীতে ফুয়েল অয়েল ও কনডেনসেট বিপণন ও বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ২০০%, লুব্রিকেটিং অয়েল বিপণন ও বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩৪%, প্যারাফিন ওয়াক্স ও অন্যান্য বিপণন ও বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩১৬%, ট্রান্সফরমার অয়েল বিপণন ও বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১০৫% এবং বিটুমিন বিপণন ও বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৭৪৩.৬% (লেখচিত্র-৪ দ্রষ্টব্য)।

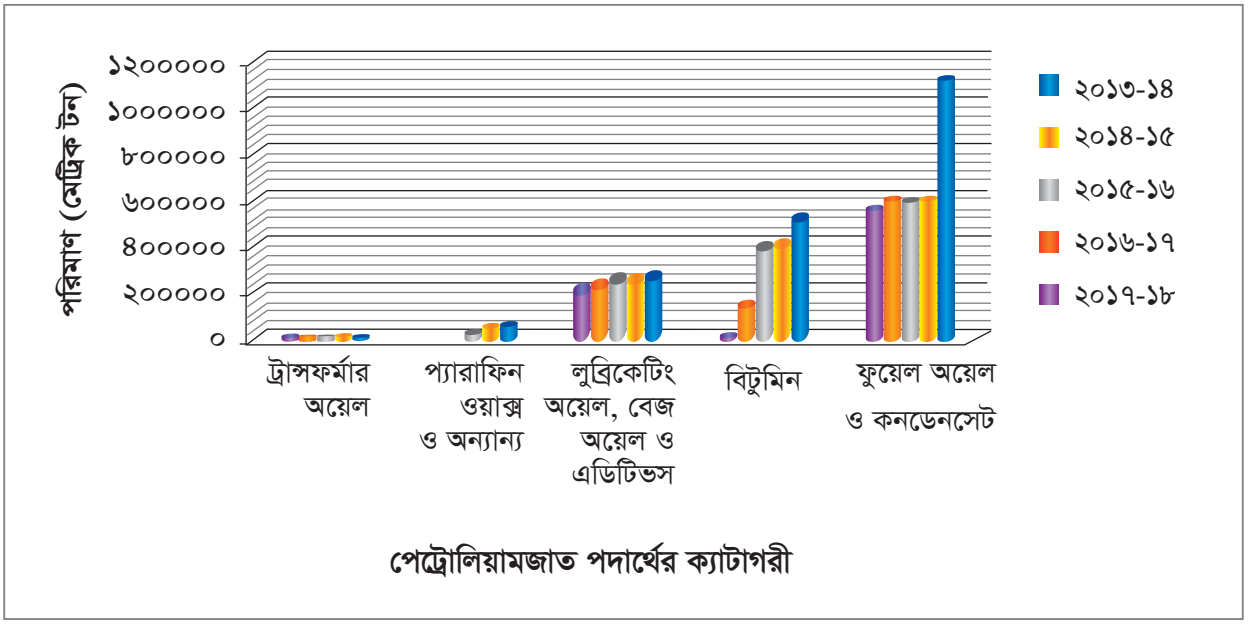

লেখচিত্র-৪: বিভিন্ন পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের বিপণন ও বিতরণের বছরভিত্তিক বার্ষিক অনুমোদিত পরিমাণ (মেট্রিক টন)

বেসরকারি খাতে পেট্রোলিয়াম ব্যবসা

অর্থবছর ২০১৩-১৪ থেকে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে মজুদকরণের পরিমাণ সরকারি খাতের তুলনায় ৪.৪২ গুণ বেশী ছিল (লেখচিত্র-৫ দ্রষ্টব্য)।

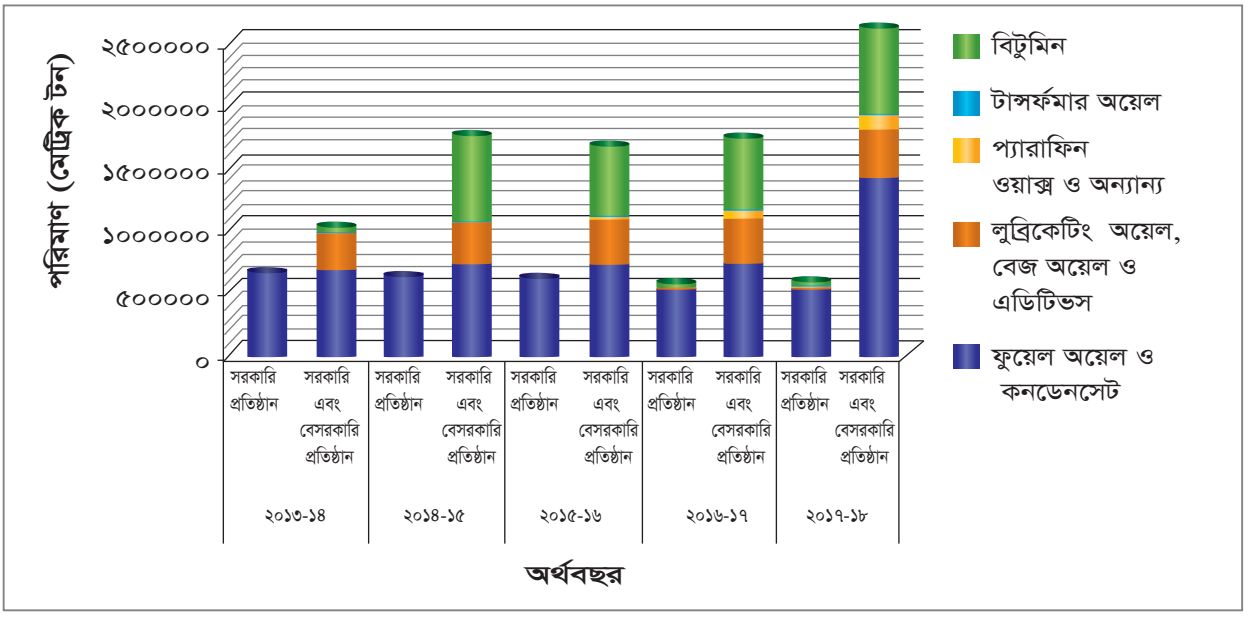

লেখচিত্র-৫: বিভিন্ন পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের মজুদকরণে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক বছরভিত্তিক বার্ষিক অনুমোদিত পরিমাণ (মেট্রিক টন)

একই প্রবণতা পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ বিপণন এবং বিতরণেও পরিলক্ষিত হয়েছে। গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিপণন এবং বিতরণে বেসরকারি খাতের পরিমাণ সরকারি খাতের তুলনায় ৩.৪২ গুণ বেশী ছিল (লেখচিত্র-৬ দ্রষ্টব্য)। সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করার ফলাফল খুবই স্পষ্টভাবে পরিসংখ্যান গুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে।

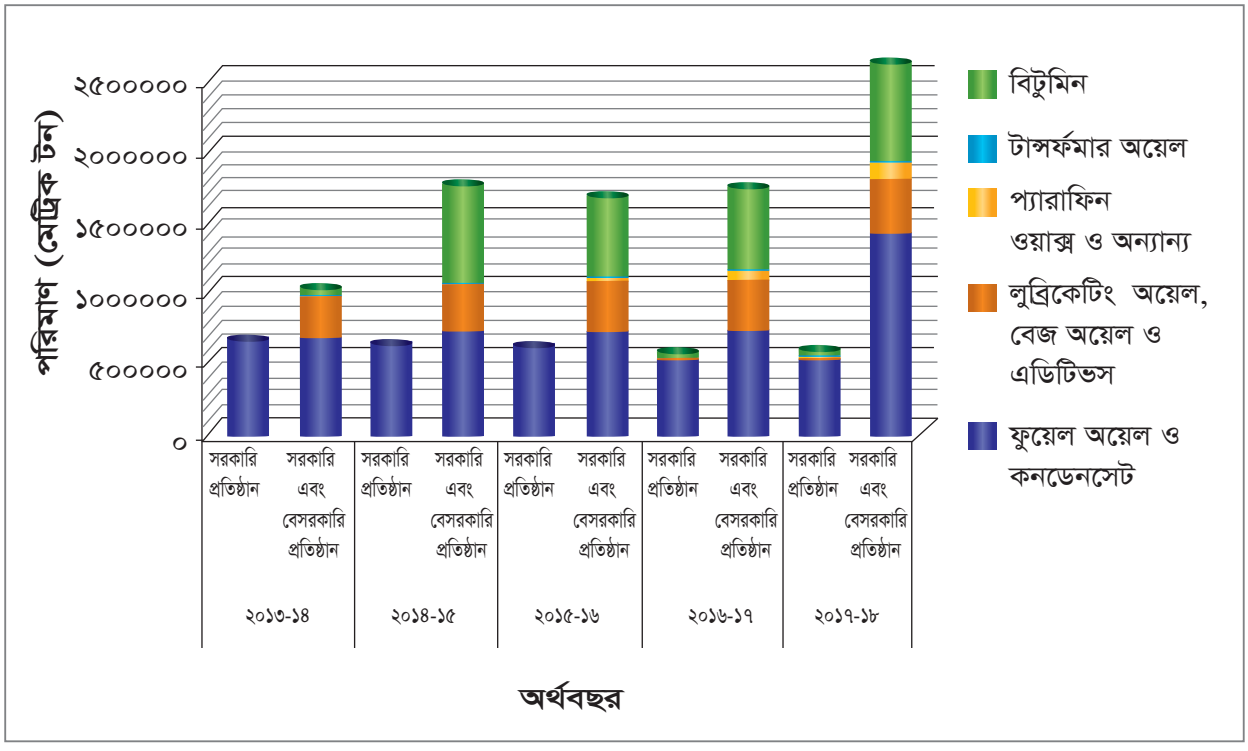

লেখচিত্র-৬: বিভিন্ন পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের বিপণন ও বিতরণের সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক বছরভিত্তিক বার্ষিক অনুমোদিত পরিমাণ (মেট্রিক টন)

কনডেনসেট উৎপাদনকারী গ্যাস কূপ

ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড

পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের মজুদাগার

পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ পরিবহন

জ্বালানি তেলভিত্তিক পাওয়ার প্ল্যান্ট

পেট্রোলিয়াম রিফুয়েলিং স্টেশন

লেখচিত্র-৭: বাংলাদেশের পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মজুদকরণ, পরিবহন, বিপণন ও বিতরণ ব্যবস্থা।

আইন ও বিধি বিভাগ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

আইন ও বিধি বিভাগের কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ এর ৪০ ধারা অনুযায়ী সালিশ আইন, ২০০১ বা অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে উদ্ভূত যে কোন বিবাদ মীমাংসার জন্য কমিশনের নিকট প্রেরণের বিধান রয়েছে। কমিশন সে অনুযায়ী লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে। কমিশন বিরোধ নিষ্পত্তির যাবতীয় কার্যক্রম আইন ও বিধি বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকে। এছাড়া এ বিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা।

বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম

কমিশনের নিকট নিষ্পিত্তির যে সমস্ত বিরোধ আসে তার বেশিরভাগই গ্যাস বিল ও বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত। এছাড়া লোড হ্রাস-বৃদ্ধি ও মিটার টেম্পারিং সংক্রান্ত বিরোধও রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কমিশনের নিকট সর্বমোট ৬৪টি বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন এসেছে। এর মধ্যে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিরোধ ২০ টি, গ্যাস (শিল্প ও বাণিজ্য) সংক্রান্ত বিরোধ ২৭ টি, গ্যাস (সিএনজি) সংক্রান্ত বিরোধ ১৬ টি এবং পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত বিরোধ ১ টি। উক্ত অর্থবছরে সর্বমোট ৫২ টি বিরোধ নিষ্পত্তি করে কমিশন রোয়েদাদ (Award) প্রদান করে। এ পর্যন্ত কমিশনের প্রাপ্ত আবেদন ও নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা যথাক্রমে ১৮৬ ও ৮৪ টি। তন্মধ্যে বিগত অর্থবছরে প্রাপ্ত আবেদন ও নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬০ ও ১৯টি।

সারণি-১: ২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত অর্থবছরে আবেদন ও বিরোধ নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

অর্থবছর	আবেদন সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	অনিষ্পন্ন আবেদন সংখ্যা
২০১২ - ১৩	২	০	২
২০১৩ - ১৪	৫	১	৬
২০১৪ - ১৫	৪	৩	৭
২০১৫ - ১৬	৫১	১০	৪৮
২০১৬ - ১৭	৬০	১৯	৮৯
২০১৭ - ১৮	৬৪	৫২	১০১
মোট	**১৮৬**	**৮৫**	**১০১**

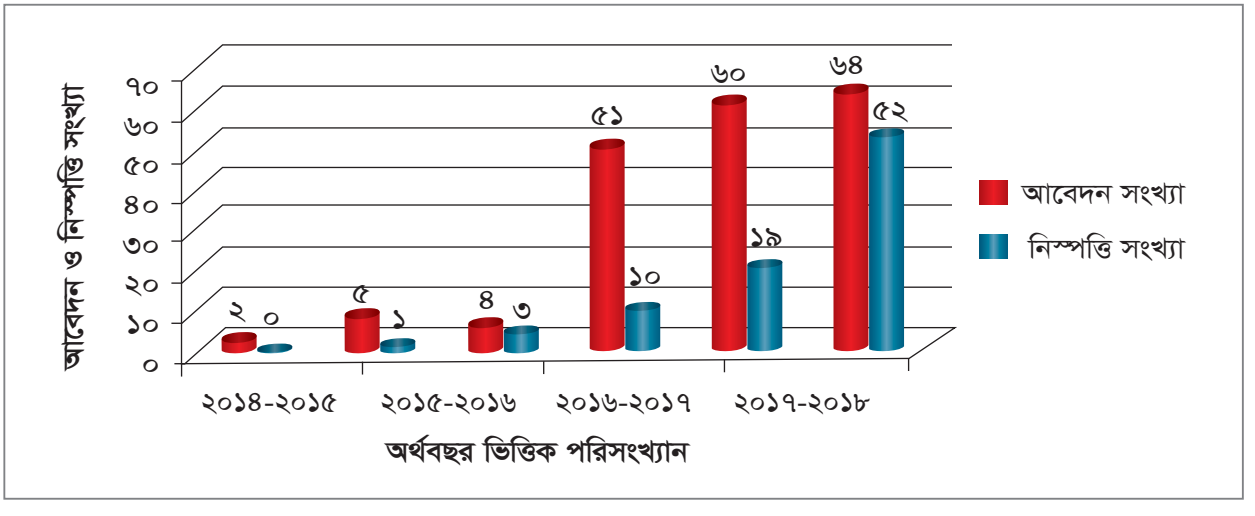

লেখচিত্র নং- ১: ২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রাপ্ত আবেদন ও নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান

প্রবিধানমালা প্রণয়ন

কমিশন বিইআরসি আইন, ২০০৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত আইনের ধারা ৫৯ অনুসারে প্রণীতব্য প্রবিধানমালা প্রাক-প্রকাশনার মাধ্যমে সংশিষ্টদের আপত্তি বা পরামর্শ বিবেচনাক্রমে প্রবিধানমালা চূড়ান্তপূর্বক গেজেটে প্রকাশ করে। বর্তমান অর্থবছরে কোন প্রবিধানমালা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়নি তবে নিম্নবর্ণিত প্রবিধানমালা প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রঃ নং	শিরোনাম
১।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (ইলেক্ট্রিসিটি ইউনিফর্ম সিষ্টেম অব একাউন্টস) প্রবিধানমালা (সাময়িক ভাবে ইউটিলিটি গুলোতে চালু করা হয়েছে)
২।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (ইলেক্ট্রিসিটি গ্রীড কোড) প্রবিধানমালা (সাময়িক ভাবে ইউটিলিটি গুলোতে চালু করা হয়েছে)

কমিশন প্রতিষ্ঠাকালীন সময় হতে এ যাবৎ নিম্নবর্ণিত ১০ টি প্রবিধানমালার গেজেট প্রকাশিত হয়েছে:

ক্রমিক নং	শিরোনাম	গেজেট প্রকাশের তারিখ
১।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বাজেট, হিসাব এবং প্রতিবেদন প্রবিধানমালা, ২০০৪	১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫
২।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন তহবিল প্রবিধানমালা, ২০০৪	১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫
৩।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬	৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬
৪।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮	৮ এপ্রিল ২০০৮
৫।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০০৮	৮ এপ্রিল ২০০৮
৬।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০	১৩ জানুয়ারি ২০১১
৭।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০	১৩ জানুয়ারি ২০১১
৮।	Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement Regulations, 2014	২২ জানুয়ারি ২০১৪
৯।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১৬	৭ জুন ২০১৬
১০।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬	৭ জুন ২০১৬

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ দ্বারা কমিশন পরিচালিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০; বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ প্রভৃতি আইনানুযায়ী কমিশন বিবিধ কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

বিদ্যুৎ বা পেট্রোলিয়াম পরিদর্শকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল

বিইআরসি আইন, ২০০৩ এর ৪১ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কমিশন বিদ্যুৎ বা পেট্রোলিয়াম পরিদর্শকের যে কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল নিষ্পত্তি করে থাকে। বর্তমান অর্থ বছরে এতদ্‌সংক্রান্ত ১ (একটি) আপীল আবেদন দাখিল হয়েছিল যা যথাযথ ভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

অর্থ ও হিসাব বিভাগ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

অর্থ ও হিসাব বিভাগের কর্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর তৃতীয় অধ্যায়ে কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কিত বিধানাবলী এবং উক্ত আইনের ১৭, ১৯, ২০, ২১ এবং ৫৯(এঃ) অনুচ্ছেদসমূহের ভিত্তিতে প্রণীত কমিশন বাজেট, হিসাব এবং প্রতিবেদন প্রবিধান, ২০০৪ ও কমিশন তহবিল প্রবিধান, ২০০৪ অনুযায়ী কমিশনের আর্থিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

কমিশনের তহবিলের উৎস

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর তৃতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ১৭(১) এবং কমিশনের তহবিল প্রবিধান, ২০০৪ এর অনুচ্ছেদ ৫ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত মোট ৪ (চার) টি উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ কমিশনের তহবিল হিসাবে বিবেচিত হবে-

(ক) সরকার বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(খ) কমিশন কর্তৃক গৃহীত ঋণ;
(গ) এ আইনের অধীন জমাকৃত ফিস, চার্জ এবং
(ঘ) অন্য কোনো উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ আইন অনুযায়ী কমিশন উক্ত তহবিল নির্ধারিত তফসিলি ব্যাংক হিসাবে গচ্ছিত রাখছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের আয়ের হিসাব

২০১৭-১৮ অর্থবছরে কমিশনের মোট আয় হয় ৪০.১০ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কমিশনের মোট আয়ের পরিমাণ ছিল ২৯.৬৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিগত অর্থবছরের তুলনায় এই অর্থবছরের আয় বৃদ্ধির শতকরা হার ৩৫.৩৬। নতুন সিপিপি লাইসেন্স প্রদান, পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুতকরণ লাইসেন্স প্রদানের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎ ইউটিলিটিসমূহ হতে সিস্টেম অপারেশন ফিস সংগৃহিত হওয়ার ফলে বিগত অর্থবছরের তুলনায় এ অর্থবছরে কমিশনের আয় বেড়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কমিশনের তহবিলে উপরি-উক্ত উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ এবং অর্থের পরিমাণ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণী নিম্নের সারণি-১ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি-১: ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কমিশনের খাতভিত্তিক প্রাপ্ত/ জমাকৃত আয়ের হিসাব

২০১৭-১৮ অর্থবছরে কমিশনের খাতভিত্তিক প্রাপ্ত/ জমাকৃত আয় (লাখ টাকায়)											
অর্থের উৎসসমূহ											
	১। অর্থ বিভাগ থেকে প্রাপ্ত	২। কমিশন কর্তৃক	৩। কমিশন আইনের অধীন জমাকৃত ফিস, চার্জ [১৭(গ)]					৪। অন্য কোনো উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ। [১৭(ঘ)]			সর্বমোট প্রাপ্তি
			লাইসেন্স ফিস	আবেদন ফিস	সিস্টেম অপারেশন	ট্যারিফ নির্ধারণে	বিরোধ নিষ্পত্তি	এসএনডি হিসাবে	এফডিআর তহবিলের	বিবিধ	
	অনুদান/ বাজেট সহায়তা [১৭(ক)]	গৃহীত ঋণ [১৭(খ)]			ফিস	আবেদন ফিস	ফিস	প্রাপ্ত মুনাফা	প্রাপ্ত মুনাফা		
	---	---	২৩৪২.৬৩	১৫.৯৭	৯৩৯.৮৭	১৪.০০	২৪.৬৯	৭৭.৪৬	৫৯৩.০৩	২.৭৩	
উপ-মোট প্রাপ্তি	---	---	৩৩৩৭.১৬					৬৭৩.২২			৪০১০.৩৮
সর্বমোট আয়ের শতকরা হার			৫৮.৪১%	০.৪০%	২৩.৪৩%	০.৩৫%	০.৬২%	১.৯৩%	১৪.৭৯%	০.০৭%	১০০%

২০১৭-১৮ অর্থবছরে কমিশনের ৪০, ১০, ৩৮, ৭৫৬.০০ টাকা আয়ের খাত ভিত্তিক শতকরা হিসাব

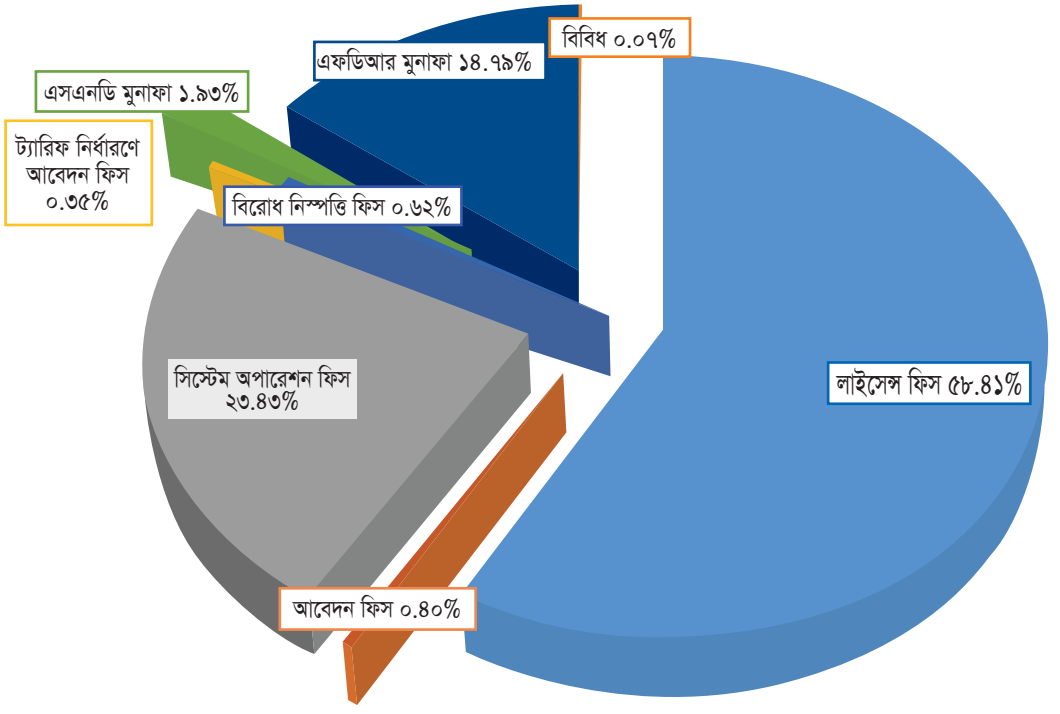

উপরের লেখচিত্র হতে পরিলক্ষিত হয় যে, কমিশনের আয়ের প্রধান খাত হলো এনার্জি উৎপাদন, বিপণন, বিতরণ এবং সঞ্চালনের সাথে সংশিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত লাইসেন্স ফিস। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কমিশনের সর্বমোট আয় ৪০,১০,৩৮,৭৫৬.০০ (চল্লিশ কোটি দশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার সাতশত ছাপ্পান্ন) টাকার অধিকাংশ সংগৃহীত হয়েছে এখাত হতে। আয়ের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ খাত সিস্টেম অপারেশন ফিস। এ খাত হতে আয় ৯,৩৯,৮৭,৩৭৭.০০ (নয় কোটি উনচল্লিশ লক্ষ সাতাশি হাজার তিনশত সাতাত্তর) যা সর্বমোট আয়ের ২৩.৪৪%। এই দুইটি খাত ছাড়াও কমিশনের আয়-ব্যয়ের উদ্বৃত্ত অর্থ বিনিয়োগ হতে মুনাফা বাবদ ৫,৯৩,০২,৭২৮.০০ (পাঁচ কোটি তিরানব্বই লক্ষ দুই হাজার সাতশত আটাশ) টাকা অর্থাৎ মোট আয়ের ১৫% কমিশনের তহবিলে জমা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে কমিশনের মোট আয়ের প্রাক্কলন ছিল ৩৩.৮২ (তেতত্রিশ দশমিক আট দুই) কোটি টাকা; যা প্রাক্কলনের তুলনায় ১৮.৫৭% বেশী। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের পর কমিশন অর্থ বিভাগ হতে কোন প্রকারের অনুদান কিংবা ঋণ গ্রহণ করেনি।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে কমিশনের বাজেট বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়

কমিশন আইন, ২০০৩ এর তৃতীয় অধ্যায়ের ১৯ অনুচ্ছেদ অনুসরণে কমিশন কর্তৃক প্রতি অর্থবছরের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কমিশন কর্তৃক দাখিলকৃত বাজেট বিবরণীর ভিত্তিতে সরকার (মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়) প্রয়োজনীয় বাজেট অনুমোদন দিয়ে থাকে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে কমিশনের মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩০,৮৮,৭৮,০০০.০০ (ত্রিশ কোটি আটাশি লক্ষ আটাত্তর হাজার) টাকা। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে কমিশনের মোট ব্যয় ছিল ২৪,৬২,০৬,৭৯৮.০০ (চব্বিশ কোটি বাষট্টি লক্ষ ছয় হাজার সাতশত আটানব্বই) টাকা যা মোট বাজেট বরাদ্দের ৭৯.৭১%। কমিশনের শূণ্য পদে জনবল নিয়োগ/পদায়ন এবং আইন অনুযায়ী কমিশনের কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যয়ের পরিমাণও বেড়েছে। খাতভিত্তিক ব্যয়ের বিস্তারিত বিভাজন নিম্নরূপঃ

সারণি ২: ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে কমিশনের মূল বাজেট বরাদ্দ, সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয় বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত বাজেট ২০১৭-১৮	প্রকৃত ২০১৭-১৮
১	বেতন ও ভাতাদি (তফসিল-ক)	৫৫৭.৩২	৪৯৯.৭৭	৬১৯.০৯	৩৯৫.৮৪
২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (তফসিল-খ)	২৭.৫০	৫০.০০	২৭.৫০	২৪.৭৩
৩	অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (তফসিল-গ)	১১২৯.২২	১১২২.৬২	১০৩৮.১৯	৭০৫.৮২
৪	মোট পরিচালন ব্যয় [১+২+৩]	১৭১৪.০৪	১৬৭২.৩৯	১৬৮৪.৭৮	১১২৬.৩৯
৫	বিনিয়োগ তফসিল / মূলধনী ব্যয় (তফসিল-ঘ)	৭১৩৪.৫০	২৭৮৭.০০	৪০৪.০০	৩৩৫.৬৮
৬	সংযুক্ত তহবিলে অর্থ জমা প্রদান	১২০০.০০	-	১০০০.০০	১০০০.০০
	সর্বমোট	**১০০৪৮.৫৪**	**৪৪৫৯.৩৯**	**৩০৮৮.৭৮**	**২৪৬২.০৭**

উপরের সারণি-২ হতে পরিলক্ষিত হয় যে, কমিশনের ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য খাতসমূহ হচ্ছে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেতন-ভাতাদি, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ, জ্বালানি, সম্পদ ক্রয় এবং অন্যান্য। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে মোট ব্যয়ের প্রাক্কলন নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৬.৮৫ (ষোল দশমিক আট পাঁচ) কোটি টাকা। কমিশন সংশোধিত বাজেট অনুসারে সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক বাজেট বরাদ্দের সীমা অতিক্রম না করে ১৪.৬২ (চৌদ্দ দশমিক ছয় দুই) কোটি টাকা ব্যয় করেছে; যা ব্যয়ের প্রাক্কলন হতে ২.২৩ (দুই দশমিক দুই তিন) কোটি টাকা কম। তবে সরকারের সংযুক্ত তহবিলে ১০.০০ (দশ) কোটি টাকা জমা প্রদান করায় মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪.৬২ (চব্বিশ দশমিক ছয় দুই) কোটি টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে কমিশনের ব্যয় উদ্বৃত্ত আয় তহবিল

এ যাবত কমিশনের বার্ষিক বাজেট একান্তভাবেই কমিশনের নিজস্ব তহবিল থেকে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে অনুমোদিত বাজেটের বিপরীতে ব্যয় নির্বাহ করার পর উদ্বৃত্ত অর্থ কমিশনের তহবিলেই জমা থাকছে।

সারণি ৩: কমিশনের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রাক্কলিত, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মোট আয়, মোট ব্যয়, ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত বাজেট ২০১৭-১৮	প্রকৃত ২০১৭-১৮
১.	মোট আয়	৩৭৭৩.৫০	৩৩০১.০০	৩৩৮২.২০	৪০১০.৩৮
২.	মোট ব্যয়	১৭১৪.০৪	১৬৭২.৩৯	১৬৮৪.৭৮	১৪৬২.০৭
৩.	ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়	২০৫৯.৪৬	১৬২৮.৬১	১৬৯৭.৪২	২৫৪৮.৩১

সারণি-৩ হতে পরিলক্ষিত হয় যে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কমিশনের ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়ের পরিমাণ ২৫.৪৮ (পঁচিশ দশমিক চার আট) কোটি টাকা; যেখানে উক্ত অর্থবছরে ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৬.৯৭ (ষোল দশমিক নয় সাত) কোটি টাকা। প্রতি বছরেই মূল বাজেট থেকে সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত খরচের পরিমাণ কম ছিল। অর্থাৎ বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় নির্বাহ করার পর বাজেট উদ্বৃত্ত ছিল।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিনিয়োগ ও সঞ্চয়

সারণি ৪: কমিশনের বিনিয়োগ ও সঞ্চয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	একক	বাজেট ২০১৮-১৯	সংশোধিত বাজেট ২০১৭-১৮	প্রকৃত ২০১৭-১৮
১.	বিনিয়োগ (স্থায়ী পরিচালন সম্পত্তিতে)	লক্ষ টাকা	৭১৩৪.৫০	৪০৪.২০	৩৩৫.৬৮
২.	সংরক্ষিত আয় (নীট মুনাফা বাদ লভ্যাংশ)	লক্ষ টাকা	৬৯৭.৪২	৮৫৯.৪৬	২০৪৯.২৩
৩.	অবচয়	লক্ষ টাকা	১৬১.৩২	১৪৭.২৯	৭৭.১৬
৪.	মোট সঞ্চয় (২+৩)	লক্ষ টাকা	৮৫৮.৭৪	১০০৬.৭৫	২১২৬.৩৯

উপরের সারণি-৪ হতে প্রতীয়মান হয় যে, কমিশনের ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিনিয়োগের পরিমাণ ৪.০৪ (চার দশমিক শূন্য চার) কোটি প্রাক্কলন করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, বিনিয়োগের পরিমাণ প্রাক্কলনের তুলনায় হ্রাস পেলেও মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১০০.৬৭ (একশত দশমিক ছয় সাত) কোটি দাঁড়িয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রাক্কলিত সঞ্চয়ের পরিমাণ ৮৫.৮৭ (পঁচাশি দশমিক আট সাত) কোটি হবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

ভ্যাট ও আয়কর আদায়

কমিশন ২০১৭-১৮ অর্থবছরে লাইসেন্স প্রদানের সময় লাইসেন্সীদের নিকট হতে সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট এবং প্রযোজ্য আয়কর কর্তনের মাধ্যমে ৫,৫২,৪৬,৪৯৮.৫৫ (পাঁচ কোটি বায়ান্ন লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার চারশত আটানব্বই টাকা পঞ্চান্ন পয়সা) সরকারের রাজস্ব আদায়ে অবদান রেখেছে। লাইসেন্সীগণ লাইসেন্স ফিস জমা প্রদানের সময় চালানের মাধ্যমে ভ্যাট জমা প্রদান করে কমিশনের নিকট মূল কপি জমা প্রদান করে থাকে। এছাড়া, কমিশন কর্তৃক পরিশোধিত বিভিন্ন বিল হতে আয়কর কর্তনপূর্বক তা সংশ্লিষ্ট কোডে জমা প্রদান করা হয়ে থাকে। ভ্যাট এবং আয়কর আদায়ের বিস্তারিত বিভাজন নিম্নরূপঃ

সারণি ৫: ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কমিশন কর্তৃক ভ্যাট এবং আয়কর আদায় বিবরণী

ক্রমিক নং		ভ্যাট আদায়ের খাত	পরিমাণ (টাকা)
১	আয়ের ক্ষেত্রে কর্তণ	লাইসেন্স ফিস	৩,৫১,৩৯,৪৫৩.০০
২		সিস্টেম অপারেশন ফিস	১,৪০,৯৮,১০৬.৫৫
৩	ব্যয়ের ক্ষেত্রে কর্তণ	কমিশন কর্তৃক পরিশোধিত বিলের ওপর কর্তিত ভ্যাট	৩৭,৮৩,৫৭৮.০০
৪		কমিশন কর্তৃক পরিশোধিত বিলের ওপর কর্তিত আয়কর	২২,২৫,৩৬১.০০
মোট			**৫,৫২,৪৬,৪৯৮.৫৫**

রাষ্ট্রের সংযুক্ত তহবিলে অর্থ জমা প্রদান

কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কিত কমিশন আইন ও প্রবিধান, কমিশনের নিজস্ব উদ্বৃত্ত তহবিলের সর্বশেষ স্থিতি এবং বিদ্যমান সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের হিসাব বিবরণীর ভিত্তিতে যেকোনো প্রয়োজনে ব্যয় নির্বাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখার পর বিদ্যমান উদ্বৃত্ত তহবিলের স্থিতি হতে প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে অর্থ জমা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অক্টোবর/২০১৭ মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতপূর্বক সরকারের সংযুক্ত তহবিলে ১০.০০ (দশ) কোটি টাকা জমা প্রদান করা হয়। উক্ত অর্থ অর্থনৈতিক কোড '১-৮২০৫-৩২৩৯-২৬৮১-বিবিধ রাজস্ব ও প্রাপ্তি' এ "বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা" এ জমা প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে এ বাবদ ১২.০০ (বারো) কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত এর কাছে ১০.০০ কোটি টাকার চেক হস্তান্তর

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

কমিশনের অর্জন ও আগামী দিনের কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

কমিশনের অর্জনসমূহ

ট্যারিফ নির্ধারণ

কমিশন বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) ট্যারিফ, সঞ্চালন ট্যারিফ (হুইলিং বা ট্রান্সমিশন চার্জ) এবং ভোক্তাপর্যায়ে খুচরা (রিটেইল) ট্যারিফ নির্ধারণ করে। কমিশন গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ (ট্রান্সমিশন চার্জ), গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ (ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ) এবং ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের ট্যারিফ নির্ধারণ করে। কমিশন ভোক্তা, লাইসেন্সী ও অংশীজনদের উপস্থিতিতে গণশুনানির মাধ্যমে ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ করে থাকে। সংস্থা/কোম্পানীসমূহের আর্থিক সক্ষমতা, পরিচালন ব্যয় সংকুলান ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন; ভোক্তাস্বার্থ, সরকার কর্তৃক অনুদান প্রদান, জ্বালানি সেক্টরে বিনিয়োগ, আর্থিক শৃঙ্খলা আনয়ন ইত্যাদি বিবেচনায় কমিশন বিগত বছরগুলোতে ট্যারিফ সমন্বয় করেছে।

বিদ্যুতের বাল্ক ও খুচরা মূল্যহার নির্ধারণ

বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গণশুনানির মাধ্যমে কমিশন ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) এবং খুচরা (রিটেইল) ট্যারিফ পুনর্নির্ধারণ করে আদেশ জারি করেছে। উক্ত আদেশের মাধ্যমে ০১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ হতে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর গড় পাইকারি (বাল্ক) ট্যারিফ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, তবে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের পরিচালন ব্যয়ের ভিন্নতা এবং সারাদেশে অভিন্ন খুচরা ট্যারিফ নির্ধারণ বিবেচনায় বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের পাইকারি (বাল্ক) ট্যারিফ অভ্যন্তরীণভাবে সমন্বয় করা হয়েছে। বিউবো, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি) এবং ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড (ডেসকো) এর বাল্ক ট্যারিফ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমূহের ও ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এর বাল্ক ট্যারিফ হ্রাস করা হয়েছে। নতুন সৃষ্ট নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড (নেসকো) এর বাল্ক ট্যারিফ ইতোপূর্বে বিউবো এর বিতরণ অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য বাল্ক ট্যারিফের তুলনায় হ্রাসকৃত হারে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি কমিশন কর্তৃক ঘোষিত বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

ক্রমিক নং	বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল	মন্তব্য
১	ডিসেম্বর ২০০৯	বাপবিবো এর জন্য আদেশ
২	মার্চ ২০১০	বিউবো/ডিপিডিসি/ডেসকো/ওজোপাডিকো এর জন্য আদেশ
৩	ফেব্রুয়ারি ২০১১	
৪	ডিসেম্বর ২০১১	একই আদেশে দুই ধাপে কার্যকর
	ফেব্রুয়ারি ২০১২	
৫	মার্চ ২০১২	
৬	সেপ্টেম্বর ২০১২	
৭	মার্চ ২০১৪	
৮	সেপ্টেম্বর ২০১৫	
৯	ডিসেম্বর ২০১৭	

২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে ০১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ হতে বিউবো, বাপবিবো এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমূহ, ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো এবং নেসকো এর খুচরা (রিটেইল) বিদ্যুৎ মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। এ আদেশের মাধ্যমে বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার কাঠামোর অসামঞ্জস্যতা দূর করে গ্রাহকবান্ধব করা হয়েছে। বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার কাঠামোকে নিম্নচাপ, মধ্যমচাপ, উচ্চচাপ এবং অতি-উচ্চচাপ এ চারভাগে বিভক্ত করে পূর্বের ১১ (এগারো) টি গ্রাহকশ্রেণিকে মোট ২০ (বিশ) টি গ্রাহকশ্রেণিতে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। সকল গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে ন্যূনতম চার্জ (Minimum Charge) প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং ডিমান্ড চার্জ পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ

ক্রম হ্রাসমান দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন এবং দেশে গ্যাসের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করে বিভিন্ন খাতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির উদ্যোগের প্রেক্ষাপটে গ্যাস সংস্থা/কোম্পানীসমূহ প্রাকৃতিক গ্যাসের ট্যারিফ বৃদ্ধির জন্য কমিশনে আবেদন করেছে। এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) এর ট্রান্সমিশন চার্জ এবং তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এবং সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ও ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণের জন্য ১১-২৫ জুন ২০১৮ তারিখে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে কমিশনের আদেশ জারী প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অদ্যাবধি কমিশন কর্তৃক ঘোষিত গ্যাসের মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

ক্রমিক নং	গ্যাসের মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল	মন্তব্য
১	আগস্ট ২০০৯	সিএনজি ব্যতিত অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণির জন্য
২	মে ২০১১	শুধুমাত্র সিএনজি গ্রাহকশ্রেণির এর জন্য
৩	সেপ্টেম্বর ২০১১	শুধুমাত্র সিএনজি গ্রাহকশ্রেণির এর জন্য
৪	সেপ্টেম্বর ২০১৫	বিদ্যুৎ ও সার ব্যতিত অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণির জন্য
৫	মার্চ ২০১৭	একই আদেশে দুই ধাপে কার্যকর
	জুন ২০১৭	

বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাইকারি (বাল্ক) পর্যায়ে বিদ্যুতের বিদ্যমান গড় মূল্যহারের ৫.১৭% পরিমাণ অর্থ দ্বারা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ হতে কার্যকর 'বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড' গঠন করে। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যয়ের ওপর চাপ হ্রাসের লক্ষ্যে কমিশন ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উক্ত ফান্ডে জমার হার বাল্ক পর্যায়ে প্রতি কিলোওয়াট-ঘন্টা বিদ্যুৎ বিক্রয়ের বিপরীতে ০.১৫ টাকা পুনর্নির্ধারণ করে। ফলে উক্ত ফান্ডে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জমার পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেয়ে তহবিল সংগৃহিত হয়েছে ১,১৬২.৬৭ কোটি টাকা। ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত এই ফান্ডে সর্ব মোট ৭,২৫৬.৪৯ কোটি টাকা জমা হয়েছে। বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ডে অর্থবছরভিত্তিক সংগৃহিত অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপ:

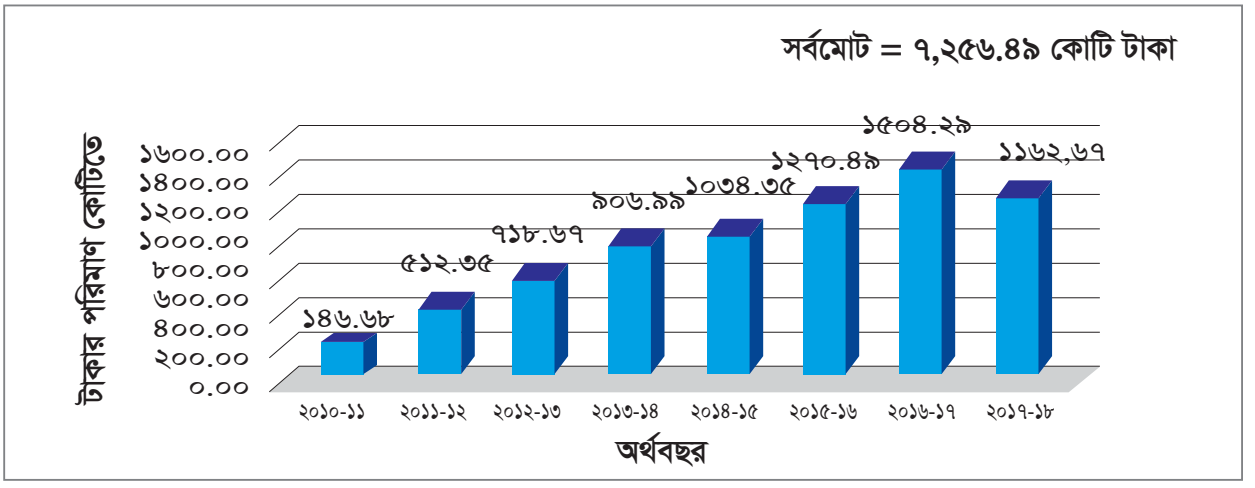

উৎস: বিউবো হতে সংগৃহিত রিপোর্ট

লেখচিত্র-১: বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ডে অর্থবছরভিত্তিক সংগৃহিত অর্থ (কোটি টাকা)

কমিশন কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড সম্পর্কিত রেগুলেটরী গাইডলাইন্স, ২০১২ মোতাবেক এ ফান্ডের অর্থ ব্যয় করা হয়ে থাকে। উক্ত রেগুলেটরী গাইডলাইন্স মোতাবেক এ ফান্ডের অর্থ দ্বারা জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যাবলীর আওতায় বিউবো এর মালিকানাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও Balancing, Modernization, Rehabilitation (BMR) করা, গ্যাসভিত্তিক পুরাতন প্লান্টের স্থলে নতুন প্লান্ট স্থাপন, Least cost ভিত্তিতে দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা, গ্যাস প্রাপ্তি সাপেক্ষে নতুন দক্ষ জেনারেশন প্লান্ট স্থাপন করা এবং ন্যূনতম ১ (এক) মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রিডে সংযুক্ত (Grid-Tied) সৌর ও বায়ু শক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা যাবে। এ পর্যন্ত তহবিল হতে যে সকল প্রকল্পে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

সারণি-১: বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ডের অর্থায়নে অনুমোদিত প্রকল্পের বিবরণ

ক্রমিক নং	ফান্ডের অর্থায়নে অনুমোদিত প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/কোম্পানী	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে:ও:)	ফান্ড হতে অর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকা)
১	বিবিয়ানা গ্যাস বেজড কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট	বিউবো	৩৮৪	২,৫০৮
২	ঠাকুরগাঁও ৫ মেগাওয়াট পিক ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রিডে সংযুক্ত সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিউবো	৫	৭১
৩	কনর্ভাশন অব সিলেট ১৫০ মেগাওয়াট জিটুজি ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি	বিউবো	৭৫	৭৬০
৪	কন্সট্রাকশন অব শাহজীবাজার গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিউবো	১০০	৮৮৯
৫	পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	নওপাজেকো/ বিসিপিসিএল	১৩২০	১,১৮৪
৬	কন্সট্রাকশন অব ৫৫০-৬০০ মেগাওয়াট এইচ-ক্লাস কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট, রাওজান, চট্টগ্রাম	বিউবো	৫৫০-৬০০	৪,২০০

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক ৩০ জুলাই ২০০৯ তারিখে গ্যাসের মূল্যহার ১১.২২% হারে বৃদ্ধি করে 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' গঠন করা হয়-যা ০১ আগষ্ট ২০০৯ তারিখ হতে কার্যকর হয়। এই তহবিলে জমাকৃত অর্থ দ্বারা গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত পেট্রোবাংলায় গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের স্থিতি ১,৬৫০.৮৭ কোটি টাকা। গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে বাপেক্স গ্যাসের উৎপাদন ও মজুদ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে এ তহবিল হতে রিগ ও কম্প্রেসর ক্রয় এবং তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধানসহ ৩৩টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে-যার মধ্যে ২৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ১০টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

সারণি-২: গ্যাস উন্নয়ন তহবিল এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের বছর	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১	তিতাস ১২ নং কূপ ওয়ার্কওভার	জুলাই ২০১০-জুন ২০১২	৫,৩৮৩.৪৩
২	সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা (সুনেত্র) তৈল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন	জানুয়ারি ২০১১-অক্টোবর ২০১৩	৬,৩৫৬.১৫
৩	১৫০০ এইচপি রিগ সংগ্রহ	জুলাই ২০১২-জুন ২০১৫	১৯,৭০০.৫৭
৪	বাপেক্সের ৫টি কূপ খনন	মার্চ ২০১২-জুন ২০১৫	৯১,৩৩১.১০
৫	স্ট্যান্ডবাই গ্যাস প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ	সেপ্টেম্বর ২০১২-জুন ২০১৫	৪,১৭৩.০৫
৬	রূপগঞ্জ তৈল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	জুলাই ২০১২-জুন ২০১৫	৬,১২৭.৫৪
৭	বাখরাবাদ ৫ নং কূপ পুনঃসম্পাদন	অক্টোবর ২০১৩-ডিসেম্বর ২০১৪	৩,৮৫৯.৪৮
৮	শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য গ্যাস প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ	জুলাই ২০১২-জুন ২০১৬	৭,৪৯২.৬০
৯	কৈলাশটিলা কূপ নং-৭ (তৈল কূপ)	সেপ্টেম্বর ২০১২-ডিসেম্বর ২০১৫	১৬,৮২৯.৬১
১০	তিতাস ২৭ নং কূপ খনন প্রকল্প	জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৬	৯,০৭৩.৯৬
১১	আইডিকো রিগের ইঞ্জিন, মাড ট্যাংক এবং ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার সিস্টেম পুনর্বাসনকরণ প্রকল্প	নভেম্বর ২০১৪-জুন ২০১৬	৩,৭৩৯.৪২
১২	তিতাস ফিল্ডের গ্যাসের উদগীরন এলাকায় কূপসমূহের ওয়ার্কওভার (১ম সংশোধিত) (৫টি কূপের ওয়ার্কওভার)	জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৭	১৬,০৪৯.৯৬
১৩	রশিদপুর-১০ ও রশিদপুর-১২ নং কূপ খনন	জানুয়ারি ২০১৪-জুন ২০১৭	৩৪,৭০৩.৭০
১৪	বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে কম্প্রেসর স্থাপন	জানুয়ারি ২০১৪-জুন ২০১৭	৯,২৯৪.৫১
১৫	শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ প্রকল্প	জুলাই ২০১৪-ডিসেম্বর ২০১৬	১১,৩০৬.৭২
১৬	রশিদপুর-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন	ফেব্রুয়ারি ২০১৫-জুন ২০১৭	১৯,৪৭৭.৩৯
১৭	তিতাস ২১ নং কূপ ওয়ার্কওভার	জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৬	৪,৫০৬.৬৩
১৮	বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডের ১০ নং কূপ খনন	জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৭	২২,৩১৯.৯৫
১৯	শ্রীকাইল-৪ মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প	জুলাই ২০১৫-সেপ্টেম্বর ২০১৬	১৯,৬৪৭.০০
২০	২-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স	ডিসেম্বর ২০১২-জুন ২০১৮	৯,৩৩৩.০০
২১	কৈলাশটিলা-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন	নভেম্বর ২০১৩-ডিসেম্বর ২০১৮	১৪,০০৭.০০
২২	শাহজাদপুর-সুন্দলপুর (সুন্দলপুর-২) এপ্রেইজল/ডেভলপমেন্ট ড্রিলিং এন্ড সুন্দলপুর-১ ওয়ার্কওভার প্রকল্প	অক্টোবর ২০১৪-অক্টোবর ২০১৭	৫,০৩৫.৫০
২৩	রূপকল্প-৪ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসন্ধান কূপ (শাহবাজপুর পূর্ব-১, ভোলা উত্তর-১) এবং ২টি ওয়ার্কওভার (শাহবাজপুর-১ ও ২)	জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৮	৪৬,২১০.০০
মোট			**৩,৮৫,৯৫৮.২৭**

তথ্য সূত্র: পেট্রোবাংলার প্রতিবেদন (৩১ জুলাই ২০১৮)।

সারণি-৩: গ্যাস উন্নয়ন তহবিল এর অর্থায়নে চলমান/গৃহিত প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নং	চলমান/গৃহিত প্রকল্পের নাম	সম্ভব্য বাস্তবায়নের বছর	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১	৩-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স	ডিসেম্বর ২০১২-নভেম্বর ২০১৯	২৪,৭৭০.০০
২	সিলেট-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন	ডিসেম্বর ২০১৩-জুন ২০১৮	১৬,০২৭.০০
৩	রূপকল্প-১ খনন প্রকল্প: ৩টি অনুসন্ধান কূপ (হারারগঞ্জ-১, শ্রীকাইল ইষ্ট-১ ও সালদা নর্থ-১) ও ২টি উন্নয়ন কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-২, কসবা-২)	জুলাই ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৮	৪৭,৭৮৩.০০
৪	রূপকল্প-২ খনন প্রকল্প: ৪টি অনুসন্ধান কূপ (সালদা নদী সাউথ-১, সেমুতাং সাউথ-১, বাতচিয়া-১ এবং সালদা নদী ইষ্ট-১)	জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৮	৪১,৪৫২.০০
৫	রূপকল্প -৩ খনন প্রকল্প: ৪টি অনুসন্ধান কূপ (কসবা-১, মাদারগঞ্জ-১, জামালপুর-১ ও শৈলকূপা-১)	জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৮	৩৮,২৬৩.০০
৬	বাপেক্স এর জন্য রিগ সাপোর্টিং যন্ত্রপাতিসহ একটি খনন এবং একটি ওয়ার্কওভার রিগ ক্রয়	জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৮	৩২,৭৫৭.০০
৭	রূপকল্প -৫ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১ ও মোবারকপুর সাউথ ইষ্ট-১) ও ১টি উন্নয়ন কূপ (বেগমগঞ্জ-৪) এবং ১টি ওয়ার্কওভার (বেগমগঞ্জ-৩)	এপ্রিল ২০১৭-জুন ২০১৮	৩০,০০০.০০
৮	রূপকল্প-৯ খনন প্রকল্প: ২-ডি সাইসমিক (৩০০০ লাইন কিলোমিটার ২-ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদন)	এপ্রিল ২০১৭-জুন ২০১৯	১২,৩৩৮.০০
৯	তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার	এপ্রিল ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৯	৩৫,৪৫০.০০
১০	২-ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ৩বি, ৬বি ও ৭	এপ্রিল ২০১৭-জুন ২০১৮	১৮,৮০০.০০
মোট			২,৯৭,৬৪০.০০

তথ্য সূত্র: পেট্রোবাংলার প্রতিবেদন (৩১ জুলাই ২০১৮)।

জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল

০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ হতে গ্যাসের সম্পদ মূল্য ভারিত গড়ে প্রতি ঘনমিটার ১.০১ টাকা সমন্বয়ে ভোক্তা স্বার্থে কমিশন আদেশ বলে 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' গঠন করা হয়েছে। গ্যাস কোম্পানীসমূহ এই তহবিলে সংগৃহিত অর্থ এবং এর উপর অর্জিত মুনাফা পৃথক ব্যাংক হিসাবে জমা করছে। পেট্রোবাংলায় উক্ত তহবিলে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত স্থিতি রয়েছে ৬,৩০৮.০৪ কোটি টাকা। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এ তহবিলের অর্থ দ্বারা গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন, পরিশোধন, সঞ্চালন, বিতরণ, এলএনজি আমদানি প্রভৃতি কার্যাবলী সম্পাদন করা হচ্ছে। জ্বালানি সরবরাহে নিরাপত্তা বিধানে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল সঠিকভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে ০২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে "জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল নীতিমালা, ২০১৮" প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিদ্যুতের গ্রাহকশ্রেণি পুনর্বিন্যাস

কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রাহককর্তৃক বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রকৃতি এবং ভোল্টেজ লেভেল অনুযায়ী যথাযথ শ্রেণিতে বিদ্যুৎ বিল প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান ট্যারিফ কাঠামোর অসামঞ্জস্যতা দূর করে সকল গ্রাহকশ্রেণিকে নিম্নচাপ, মধ্যমচাপ, উচ্চচাপ এবং অতি উচ্চচাপ-এ চারটি ভোল্টেজ লেভেলে বিভক্ত করে বিদ্যমান গ্রাহকশ্রেণি পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। গ্রাহকশ্রেণি পুনর্বিন্যাসের আওতায় সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সকল শিক্ষা, ধর্মীয়

ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল গ্রাহককে সমন্বিতভাবে একটি গ্রাহকশ্রেণির আওতায় এনে যৌক্তিকভাবে অভিন্ন ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়েছে। সকল রাস্তার বাতি, শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় জনস্বাস্থ্যে/আর্সেনিক মুক্ত পানি সরবরাহের জন্য স্থাপিত সকল পানির পাম্প এবং ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন গ্রাহককে অভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির আওতায় এনে ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়েছে। মধ্যমচাপ (৫০ কিলোওয়াট থেকে সর্বোচ্চ ৫ মেগাওয়াট) বহুতল আবাসিক, মিশ্র (আবাসিক ও বাণিজ্যিক) এবং বাণিজ্যিক ভবন/স্থাপনার জন্য গ্রাহকশ্রেণি এবং সুনির্দিষ্ট বিলিং পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারের শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ বিষয়ক বিধানবলী

কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জ, নিরাপত্তা জামানত, অনুমোদিত লোড সীমা অতিক্রম এবং স্থাপনার পুনঃক্ষমতায়ন, বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির প্রযোজ্যতা এবং বিলিং পদ্ধতি, মিটার ভাড়া, বিবিধ চার্জ/ফী ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে এবং কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের ২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০১৩.১২-৬৪৮৮ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে জারী করা হয়েছে।

ন্যূনতম চার্জ প্রত্যাহার

কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে সকল খুচরা বিদ্যুৎ গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে ন্যূনতম চার্জ প্রত্যাহার করা হয়েছে। কমিশনের এ সিদ্ধান্তের ফলে গ্রাহকগণ প্রকৃত বিদ্যুৎ ব্যবহার অনুযায়ী বিল প্রদান করতে পারছে এবং আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির প্রায় ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ লাইফ-লাইন গ্রাহকের (০-৫০ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী) বিদ্যুৎ বিল হ্রাস পেয়েছে।

দরিদ্র ও প্রান্তিক ভোক্তাদের জন্য লাইফ-লাইন মূল্যহার

১-৫০ ইউনিট (লাইফ-লাইন) পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী আবাসিক দরিদ্র ও প্রান্তিক ভোক্তাদের জন্য ১৩ মার্চ ২০১৪ তারিখ জারিকৃত কমিশন আদেশের মাধ্যমে বিল মাস ২০১৪ হতে কার্যকর করে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের জন্য দেশে প্রথম বারের মত লাইফ-লাইন মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়। কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বিউবো, ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো, নেসকো এবং বাপবিবো এর আওতাধীন ০৪ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) এর লাইফ-লাইন ট্যারিফ অভিন্ন ৩.৫০ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৭৬টি পবিস এর বিদ্যমান ট্যারিফ ৩.৫০ টাকা/কি.ও.ঘ.এর উর্দ্ধে হওয়ায় সেগুলোর বিদ্যমান ট্যারিফ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। কমিশনের এ সিদ্ধান্তের ফলে বাপবিবো এর আওতাধীন উক্ত ৭৬ টি পবিস এর প্রায় ৬০ (ষাট) লক্ষ লাইফ-লাইন গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি পাবে না।

কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্প গ্রাহকদের সুবিধা প্রদান

দেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান ও গ্রামীণ অর্থনীতির অগ্রগতি বিবেচনা করে কমিশন ট্যারিফ আদেশে কৃষি খাতকে সুবিধা প্রদান করে আসছে। এছাড়া জাতীয় অর্থনীতি এবং কর্ম সুযোগ বিবেচনায় কমিশন ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ট্যারিফ যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করে আসছে।

স্বচ্ছল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) কর্তৃক অসচ্ছল পবিসসমূহে ক্রস-সাবসিডি প্রদান

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের অনগ্রসর ভৌগলিক অবস্থান, অধিক বিনিয়োগ ব্যয়, অসম গ্রাহক মিশ্রণ অর্থাৎ আবাসিক ও সেচ গ্রাহকের আধিক্য, গ্রাহকপ্রতি বিদ্যুতের ব্যবহার তুলনামূলক কম ইত্যাদি কারণে পবিসসমূহের সার্বিক আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়। আবার সকল পবিস এর আর্থিক অবস্থাও একরকম নয়। শহরের কাছাকাছি এবং শিল্পসমৃদ্ধ এলাকার পবিসমূহের আর্থিক অবস্থা তুলনামূলক ভালো। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়া সরকারের দায়িত্ব এবং এ লক্ষ্যে সরকার পল্লী বিদ্যুতের কার্যক্রমকে সার্বিক সহযোগিতা করছে। সরকারের পাশাপাশি কমিশনও পারস্পারিক সহায়তার মাধ্যমে পবিসমূহের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) ট্যারিফ সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্রস-সাবসিডি তহবিল সৃষ্টি করা হয়েছে।

২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে কমিশন কর্তৃক বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত আদেশের মাধ্যমে ক্রস-সাবসিডি প্রদানের পদ্ধতি ০১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ থেকে কার্যকর করে সংশোধন করা হয়েছে। কমিশনের আদেশ মোতাবেক পবিসসমূহের আর্থিক, ভৌগলিক এবং অন্যান্য পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করে কমিশন কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতিতে পবিসসমূহকে ব্রেক-ইভেনে পরিচালনা বিবেচনায় বাপবিবো প্রত্যেক পবিস এর ২০১৭-১৮ অর্থবছরের নীট রাজস্ব চাহিদা নিরূপণপূর্বক প্রত্যেক পবিস এর ভিন্ন ভিন্ন পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার স্থির করবে। অর্থবছর শেষে প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে পবিস এর আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় স্থিরকৃত পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার বাপবিবো কর্তৃক পুনঃস্থির (Refix) করা যাবে।

সিস্টেম লস হ্রাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি

বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রমের পাশাপাশি কমিশনের রেগুলেটরী কার্যক্রমের ফলে বিদ্যুৎ খাতে সিস্টেম লস লক্ষ্যণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের সিস্টেম লস ছিল ১৪.৩৩% এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ লস ৯.৫৯%। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লস ছিল ৩.২৩% এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ লস ২.৬০%। বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের সিস্টেম লস আরো কমিয়ে আনার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ট্যারিফ নির্ধারণের সময়ে যৌক্তিক পর্যায়ে সিস্টেম লস বিবেচনা করা হয়, যাতে ভোক্তার ওপর অহেতুক সিস্টেম লসের চাপ না পড়ে। বিদ্যুৎ বিভাগের পাশাপাশি কমিশনের রেগুলেটরী কার্যক্রম বিদ্যুৎ সেক্টরের সিস্টেম লস কমিয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। এতে বিগত ৯ বছরে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের সিস্টেম লস ৪.৭৪% হ্রাস পেয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও কমিশনের রেগুলেটরী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রবর্তন

সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি (Uniform System of Accounts) নির্ধারণ করা কমিশনের অন্যতম একটি দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে কমিশন ২৮ জুন ২০১৮ তারিখে গ্যাস খাতের লাইসেন্সীসমূহের জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ সংক্রান্ত বিইআরসি আদেশ # ২০১৮/০১ জারী করেছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সংশিষ্ট সংস্থা/কোম্পানীসমূহ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। প্রণীত অভিন্ন হিসাব পদ্ধতিতে প্রতিটি আর্থিক লেনদেন হিসাবভুক্ত করণের গাইডলাইন্স; গ্যাস খাতের জন্য প্রযোজ্য সকল চার্ট অব একাউন্টস (জেনারেল লেজার, সাব-সিডিয়ারি লেজার এবং সাব-সাবসিডিয়ারি লেজার প্রভিশনসহ); স্থায়ী সম্পদ এবং ইনভেন্টরী ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন্স; স্থায়ী সম্পদের ক্লাসিফিকেশন, অবচয় হিসাবের পদ্ধতি এবং অবচয়ের হার নির্ধারণ; স্থায়ী সম্পদের রেজিষ্টার সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা; রেশিও এনালিসিস ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া অভিন্ন ফরম্যাটে রিপোর্টিং নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল গ্যাস সংস্থা/কোম্পানীর জন্য প্রযোজ্য ব্যালান্স শীট, ইনকাম স্টেটমেন্ট, ক্যাশ-ফ্লো স্টেটমেন্ট এবং চেঞ্জ অব ইক্যুইটি স্টেটমেন্ট প্রস্তুতের স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যে সকল লাইসেন্সী বর্তমানে হিসাবরক্ষণ কার্যক্রম সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্ন করছে তাদের বিদ্যমান সফট্ওয়্যারকে কমিশন প্রণীত অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি মোতাবেক customize করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার এবং ০১ জুলাই ২০১৮ থেকে বিদ্যমান হিসাব পদ্ধতির পাশাপাশি কমিশন প্রণীত হিসাব পদ্ধতি মোতাবেক পরীক্ষামূলক ভাবে হিসাবরক্ষণ কার্যক্রম শুরু করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া যে সকল লাইসেন্সী বর্তমানে হিসাবরক্ষণ কার্যক্রম Excel এর মাধ্যমে সম্পন্ন করছে তাদেরকে ০১ জুলাই ২০১৮ থেকে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি মোতাবেক হিসাবরক্ষণ কার্যক্রম শুরু করার জন্য বলা হয়েছে।

কমিশন বিদ্যুৎ খাতের জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রণয়ন করেছে এবং বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানী সমূহ হতে প্রাপ্ত ফিডব্যাক পর্যালোচনা পূর্বক সকল বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানীতে তা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করণের লক্ষ্যে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন এবং পরিমার্জনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

এছাড়া কমিশন কম্পিউটারাইজড/ওয়েব বেইজড সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে সকল গ্যাস এবং বিদ্যুৎ ইউটিলিটিতে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

আগামী দিনের কার্যক্রম

বাংলাদেশ আগামী ২০৪১ সালে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আর এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ভূমিকা অপরিসীম। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে কমিশন ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করেছে যা নিম্নরূপ:

১. সেবার মান উন্নয়নে কোডস এন্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করা;

২. লাইসেন্সীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করা;

৩. সকল লাইসেন্সির জন্য অভিন্ন হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তণ করা;

৪. এনার্জি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, পর্যালোচনা, সংরক্ষণ এবং প্রচার করা;

৫. কমিশনের সকল কার্যক্রম ডিজিটাইজ করা;

৬. ই-ফাইলিং এবং ই-লাইসেন্সিং বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি পেপারলেস অফিস তৈরি করা;

৭. Performance Management System এবং Anual Performance Agreement চালু করা;

৮. আগারগাঁও শের-ই-বাংলা নগরে কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা এবং

৯. কমিশনের জনবল কাঠামো বৃদ্ধি করা।

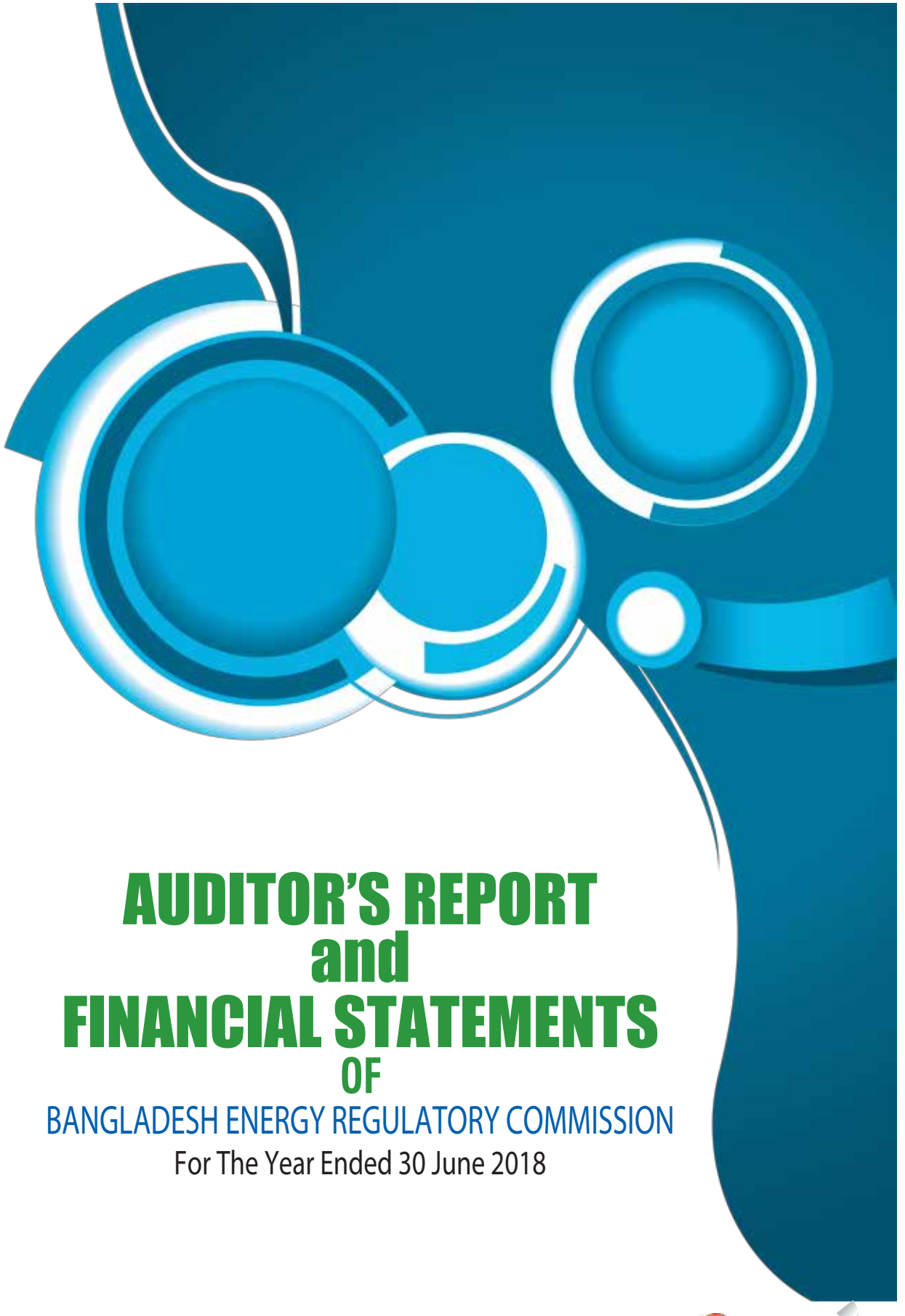

AUDITOR'S REPORT and FINANCIAL STATEMENTS OF

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

For The Year Ended 30 June 2018

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT TO BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying Statement of Financial Position of **Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC)** as at 30 June 2018 and the Statement of Comprehensive Income, Statement of Changes in Equity, Statement of Cash Flows for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Bangladesh Accounting Standards and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Bangladesh Standards on Auditing (BSA). Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements referred to above give a true and fair view of the financial position of Bangladesh Energy Regulatory Commission as at 30 June 2018 and of its result of operation and comply with Bangladesh Energy Regulatory Commission Act, 2003 and other applicable laws and regulations.

Further to our opinion in the above paragraph, we state that:

(i) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and made due verification thereof;

(ii) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the commission so far as it appeared from our examination of those books;

(iii) Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income together with the annexed notes dealt with by the report are in agreement with the books of account;

(iv) The expenditure incurred was for the purpose of the company which complies with prescribed rules.

Dated : Dhaka
17 October 2018

Acnabin
Chartered Accountants.

Bangladesh Energy Regulatory Commission

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at 30 June 2018

	Notes	Amount in Taka	
Assets		**30.06.18**	**30.06.17**
A Non Current Assets:		**1,624,034,525**	**1,473,362,975**
Property, Plant and Equipment	4.00	100,202,442	75,204,756
Software	5.00	963,092	108,800
Investment in FDR	6.00	1,522,868,991	1,398,049,419
B Current Assets:		**283,583,915**	**244,727,995**
Advance Against Expenses	7.00	3,504,812	4,374,713
Interest Receivable on FDR	14.00	27,274,042	25,520,667
Cash and Bank Balances	8.00	252,805,061	214,832,615
Total Assets (A+B)		**1,907,618,440**	**1,718,090,970**
Equity and Liabilities			
C Equity		**1,902,737,377**	**1,714,337,652**
Capital Fund		9,623,496	9,623,496
Retained Earnings		1,875,292,052	1,686,892,327
TA Project	17.00	17,821,829	17,821,829
D Current Liabilities:		**4,881,064**	**3,753,318**
Creditors for Expenses	9.00	3,025,492	2,188,536
General Provident Fund	10.00	1,855,572	1,564,782
Total Equity (C+D)		**1,907,618,440**	**1,718,090,970**

Director
(Finance and Accounts)
BERC

Member
BERC

Chairman
BERC

Dated : Dhaka
17 October 2018

Signed as per our annexed report of even date.

ACNABIN
Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

For The Year Ended 30 June 2018

	Notes	Amount in Taka	
		2017-2018	2016-2017

Director
(Finance and Accounts)
BERC

Member
BERC

Chairman
BERC

Dated : Dhaka
17 October 2018

Signed as per our annexed report of even date.

ACNABIN
Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

For The Year Ended 30 June 2018

	Notes	Amount in Taka 2017-2018	2016-2017
A INCOME:			
License Fees	11.00	234,263,020	166,955,615
System Operation Fees	12.00	93,987,377	43,293,075
Application fees	13.00	1,597,000	8,541,930
Dispute Settlement Fees		2,468,500	3,184,338
Tariff Fixation Fee		1,400,000	-
Interest on FDR		59,302,728	68,154,964
Recruitment Applicant Fees		32,000	-
Others Fees For License (Penalties)		10,400	-
Bank Interest on SND/CA	15.00	7,746,660	5,614,233
Other Income		231,071	537,123
Total Income		**401,038,756**	**296,281,278**
B REVENUE EXPENSES :			
Bank Charges		1,189,537	875,807
Books and Periodicals		124,758	138,859
Committee Meeting Expenses		65,700	94,700
Computer Accessories		665,025	509,320
Daily Labour wages		848,950	559,550
Depreciation		7,475,012	8,050,929
Amortization		240,773	27,200
Entertainment		1,516,104	756,513
Examination Fees		51,800	20,200
Petrol and Lubricants		2,678,983	2,066,693
Honorarium/Remuneration		3,984,190	2,713,622
Legal Expenses		2,386,683	124,630
Audit Fees		60,000	25,000
Membership Fees(SAFIR)		335,030	319,398
Medical		526,519	522,695
General Provident Fund Interest		526,763	814,504
Miscellaneous Expenses		557,003	666,881
Office Rent		15,279,824	14,959,344
Overtime		1,398,508	1,277,563
Printing & Stationary		1,651,914	1,417,223
Postage, Telegram and Telephone		654,147	519,812
Publicity and Advertisement		1,880,549	845,672
Repairs and Maintenance		2,472,627	2,124,700
Salary & Allowances	16.00	39,583,649	35,505,593
Seminar and Conference		4,853,298	988,921
Training		7,582,895	3,987,090
Transport Insurance		802,485	286,715
Travelling and Daily Allowances		9,910,219	4,889,949
Utility		1,461,879	1,257,852
Research and Surveys		1,874,213	-
Donation to Consolidated Fund		100,000,000	-
Total Revenue Expenses		**212,639,032**	**86,346,935**
C CAPITAL EXPENDITURE :			
Land			20,000,000
Fuctional Building Decoration			556,864
Furniture & Fixture		542,742	582,675
Office Equipment		237,641	76,500
Office Equipment Television		94,000	162,000
Computer Equipment		1,077,300	525,002
Computer Software		1,095,065	136,000
Motor Vehicle		29,819,345	45,475
Engineering /Communication Equipment		701,670	3,046,000
TOTAL CAPITAL EXPENSES		**33,567,763**	**24,994,516**
TOTAL EXPENSES B+C		**246,206,795**	**111,341,451**

17.10.18
Director
(Finance and Accounts)
BERC

17/10/2018
Member
BERC

17.10.2018
Chairman
BERC

Dated : Dhaka
17 October 2018

Signed as per our annexed report of even date.

ACNABIN
Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

For the year ended 30 June 2018

Amount in Taka

Particulars	Capital Fund	TA Project	Retained Earnings	Total Equity
Balance as on 01.07.2017	9,623,496	17,821,829	1,686,892,327	1,714,337,652
Share Capital	-	-	-	-
Profit/(Loss) for the year	-	-	188,399,724	188,399,724
Other Comprehensive Income	-	-	-	-
Balance as on 30.06.2018	**9,623,496**	**17,821,829**	**1,875,292,052**	**1,902,737,377**
Balance as on 01.07.2016	9,623,496	17,821,829	1,476,957,984	1,504,403,309
Share Capital	-	-	-	-
Profit/(Loss) for the year	-	-	209,934,343	209,934,343
Other Comprehensive Income	-	-	-	-
Balance as on 30.06.2017	**9,623,496**	**17,821,829**	**1,686,892,327**	**1,714,337,652**

17.10.18
Director
(Finance and Accounts)
BERC

17/10/2018
Member
BERC

17.10.2018
Chairman
BERC

Dated : Dhaka
17 October 2018

Signed as per our annexed report of even date.

ACNABIN
Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission

Statement of Cash Flows

For the year ended 30 June 2018

	Notes	Amount in Taka 2017-2018	2016-2017
A. Cash Flow from Operating Activities:			
Net Income for the year		188,399,724	209,907,143
Adjustment for:			
Depriciation		7,475,012	8,078,129
Amortization		240,773	27,200
(i) Operating profit before working capital changes		**196,115,509**	**218,012,472**
(increase)/Decrease in Advance Against Expenses		869,901	(1,334,447)
(increase)/Decrease in Interest Receivable on FDR		(1,753,375)	4,748,376
Increase/(Decrease) in Creditors for Expenses		836,956	(519,214)
Increase/(Decrease) in General Provident Fund		290,790	(1,371,110)
(ii) Changes in Working Capital		**244,272**	**1,523,605**
Net Cash flows from operating activities (i+ii)		**196,359,781**	**219,536,078**
B. Cash flow from Investing Activities:			
Acquisition of Property, plant and equipment		(32,472,698)	(24,858,516)
Acquisition of Software		(1,095,065)	(136,000.00)
Investment in FDR		(124,819,572)	(151,778,900)
Net outflow from Investing Activities		**(158,387,335)**	**(176,773,416)**
C. Cash Flow from Financing Activities:			
Share Capital Account		-	
Other Finance		-	
Secure Loan		-	
Net Cash flows from financing activities		**-**	
Net changes in cash & cash equivalents (A+B+C)		**37,972,445**	**42,762,662**
Add: Cash and bank balance at the beginning of the year		214,832,615	63,053,715
Cash and bank balance at the end of the year		**252,805,060**	**105,816,377**

17.10.18
Director
(Finance and Accounts)
BERC

17/10/2018
Member
BERC

17.10.2018
Chairman
BERC

Dated : Dhaka
17 October 2018

Signed as per our annexed report of even date.

ACNABIN
Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission

Notes to the Financial Statement

For the year ended 30 June 2018

1.00 About the Commission

The Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC) has its inherent characteristics of independence, neutrality and regulatory. The Commission was established on 13th March, 2003 under an Act of Parliament (Act No.13 of2003) and started to function with effect from 24 April, 2004. The BERC is mandated for creating an atmosphere conducive to private investment in the generation of electricity, transmission, transportation and marketing of gas resources and petroleum products to ensure transparency in the management, operation and tariff determination in these sectors, to protect consumers' interest and to promote the creating of the competitive market.

1.01 Establishment and Constitution of the Commission:

Being a statutory body the commission shall have perpetual succession and common seal with power to acquire and hold movable and immovable properties to transfer such property subject to the provision of the Act and may be by the said name, sue and be used.

The commission is constituted with a full-time Chairman and Four Members appointed by the President on the basis of proposal of the Ministry of Power, Energy and Mineral Resources who shall hold office for a period of three (3) years from the date of assumption of their respective office and shall be eligible for reappointment for another term only. At present, the commission is a fully constituted one.

1.02 Vision of the Commission

To establish Bangladesh Energy Regulatory Commission as a world class organization to ensure justice and good governance in Energy sector by 2030.

1.03 Mission of the Commission

(a) To promote equal opportunities for public and private investments;
(b) To ensure justice through dispute settlement;
(c) To protect consumers' interest in energy sector;
(d) To ensure good governance in energy sector;
(e) To fix up reasonable tariff in energy sector
(f) To issue licenses among the government and private agencies dealing with energy business;
(g) To ensure efficiencies in energy sector;
(h) To develop competitive market in energy sector.

1.04 Strategic goals of the Commission

(a) To make sure Annual work Plan for every employee;
(b) To make out Annual Performance Agreement between supervisor and subordinate at beginning of every fiscal year;
(c) To fix up training schedule to improve empolyees' efficiencies;
(d) To fix up key performance Indicator for evaluation of employee's performance;
(e) To digitize all operations in BERC.

1.05 Functions of BERC

- To determine efficiency and standard of the machinery and appliances of the institutions using energy and to ensure through energy audit the verification, monitoring, analysis of the energy and the economy use and enhancement of the efficiency of the use of energy;
- To ensure efficient use, quality services, determine tariff and safety enhancement of electricity generation and transmission, marketing, supply, storage and distribution of energy;
- To issue, cancel, amend and determine conditions of licenses, exemption of licenses and to determine the conditions to be followed by such exempted persons;
- To approve schemes on the basis of overall program of the licensee and to take decision in this regard taking into consideration the load forecast and financial status;
- To collect, review, maintain and publish statistics of energy;
- To frame codes and standards and make enforcement of those compulsory with a view to ensuring quality of service;
- To develop uniform methods of accounting for all Licensees;
- To encourage to create a congenial atmosphere to promote competition amongst the Licensees;
- To extend co-operation and advice to the Government, if necessary, regarding electricity generation, transmission, marketing, supply distribution and storage of energy;
- To resolve disputes between the Licensees, and between Licensees and consumers, and refer those to arbitration if considered necessary;
- To ensure appropriate remedy for consumer disputes, dishonest business practices or monopoly;
- To ensure control of environmental standard of energy under existing laws; and
- To perform any incidental functions if considered appropriate by the Commission for the fulfillment of the objectives of this Act for electricity generation and energy transmission, marketing, supply, storage, efficient use, quality of services, tariff fixation and safety improvement.

2. 00 Basis of Preparation of Financial Statements

2.01 Basis of Accounting

BERC generally follows the accrual basis of accounting except income from fees which are accounted on a cash basis. The Financial Statements have been prepared and the disclosures of information are made in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and International Financial Reporting Standards (IFRSs) as long as applicable for the Company.

Figures have been rounded off to the nearest Taka. Figures & Presentation relating to the previous year included in this report have been rearranged, wherever necessary, in order to conform to current year's presentation.

2.02 Reporting Period

The financial statements cover the financial year from 01 July 2017 to 30 June 2018 with comparative figures for the financial year from 01 July 2016 to 30 June 2017.

2.03 Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the financial statements only when there is legally enforceable right to set-off the recognized amounts and the organization intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and to settle the liabilities simultaneously.

2.04 Materiality and aggregation

Each material class of similar items is presented separately in the financial statements. Items of dissimilar nature or function are presented separately unless they are immaterial.

2.05 Functional and Presentation Currency

These financial statements are presented in Bangladesh Taka (Taka/Tk), which is both functional currency and presentation currency of the Commission.

2.06 Level of Precision

The figures in the Financial Statements have been rounded off to the nearest Taka.

2.07 Components of Financial Statements

The Financial Statements include the following components as per BAS 1 "Presentation of Financial Statements".

i. Statement of Financial Position;
ii. Statement of Comprehensive Income;
iii. Statement of Changes in Equity;
iv. Statement of Cash Flows;
v. Accounting Policies and Explanatory Notes.

2.08 Comparative Information

Comparative information has been disclosed in respect of the year 2017 for all numerical information of the Financial Statements and also the narrative and descriptive information when it is relevant for understanding of the current period's Financial Statements.

Last year's figures have been rearranged where considered necessary to conform to current year's presentation.

2.09 Consistency of Presentation

The presentation and classification of all items in the Financial Statements have been retained from one period to another period unless where it is apparent that another presentation or classification would be more appropriate having regard to the criteria for the selection and application of accounting policies or changes is required by another IFRSs.

3.00 Accounting Policies

The significant accounting policies followed in the preparation and presentation of these financial statements is summarized below;

Revenue Recognition:

In compliance with the requirements of BAS-18: Revenue, revenue is recognized only when the services are provided and invoiced to the clients and its realization is reasonably certain. Revenue comprises License Fees, System Operation Fees earned by the commission. These revenue are earned by the commission issuing license to various clients.

Expenditure Recognition:

Expenses in carrying out the operations of commission and other activities of the commission are recognized in the Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income during the period in which they are incurred. Other expenses incurred in administering and running the organization and in restoring and maintaining the property, plant and equipment to perform at expected levels are accounted for on an accrual basis and charged to the Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income.

Going Concern

The Financial Statements are prepared on a going concern basis. As per Management's assessment, there is no material uncertainty relating to events or condition which may cast doubt upon the Commission's ability to continue as a going concern.

Use of Estimates and Judgments

The preparation of Financial Statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. The estimates and underlying assumptions are based on past experience and various other factors that are believed to be reasonable under the circumstances, the result of which form the basis of making judgments about the carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. Actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

In consideration of most closely reflection of the expected pattern of consumption of the assets as well as discretion of Board in current year depreciation policy has been changed from reducing balance method to straight line method.

3.01 Property, Plant and Equipment

3.01.1 Recognition and Measurement

This has been stated at cost less accumulated depreciation in compliance with the requirements of IAS 16: Property, Plant and Equipment. The cost of acquisition of an asset comprises its purchase price and any directly attributable cost of bringing the assets to its working condition.

3.01.2 Maintenance Activities

The company incurs maintenance costs for all its major items of property, plant and equipment. Repair and maintenance costs are charged as expenses when incurred.

3.01.3 Depreciation

Depreciation is provided to amortize the cost of the assets after commissioning, over the period of their expected useful lives, in accordance with the provisions of IAS 16: Property, Plant and Equipment. Irrespective of the date of acquisition full year depreciation is charge at the following rates on "Reducing" balance basis:

SL	Items	Rates (%)
1	Office Building (Renovation)	15
2	Furniture and Fixtures	10
3	Office Equipment	15
4	Computer Equipment	20
5	Motor Vehicle	20
6	Engineering & Communication Equipment	15
7	Books & Periodicals	20
8	Sundry Assets	10

In consideration of close reflection of the expected pattern of consumption of the assets as well as discretion of Board in current year depreciation policy has been changed from reducing balance method to straight line method. As the change in depreciation method affects the accounts prospectively (IAS 8: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors), so we do not change the previous balances of accounts.

3.02 Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents include cash in hand, in transit and with banks on current and term deposit accounts which are held and available for use by the company without any restriction. There is insignificant risk of change in value of the same.

3.03 Advance Against Expenses

Advances are initially measured at cost. After initial recognition, advances are carried at cost less deductions, adjustments or any other changes.

3.04 Capital Fund

The fund has been provided by the Government of Bangladesh to run the operation of the commission.

3.05 General Provident Fund

The Commission maintains a General Provident Fund. Employees are entitled to receive the benefit for every completed year of service.

3.06 Fees Income

Income from Fees has been recognized on cash basis.

3.07 Interest Income

Interest income on Fixed deposits has been recognized on accrual basis of accounting in the period in which the income is accrued.

3.08 Statement of Cash Flows

The Statement of Cash Flow has been prepared in accordance with the requirements of BAS 7: Statement of Cash Flows. The cash generated from operating activities has been reported using the Direct Method as the benchmark treatment of BAS 7, whereby major classes of gross cash receipts and gross cash payments from operating activities are disclosed.

3.09 Events after the Reporting Period

Events after the reporting period that provide additional information about the company's position at the date of Statement of Financial Position or those that indicate that the going concern assumption is not appropriate are reflected in the financial statements. Events after reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes when material.

	Notes	Amount in Taka	
		30.06.18	30.06.17
4.00 Property, Plant and Equipment			
A. Cost		**168,401,306**	**135,928,608**
Opening Balance:		135,928,608	111,070,092
Add: Addition during the year		32,472,698	24,858,516
B. Accumulated depreciation		**68,198,864**	**60,723,852**
Opening Balance:		60,723,852	52,672,923
Add: Charged during the year		7,475,012	8,050,929
Written Down Value (A-B)		**100,202,442**	**75,204,756**

A schedule of fixed assets as on 30th June, 2018 is enclosed under **Annexure A**

5.00 Software			
A. Cost		**1,231,065**	**136,000**
Opening Balance:		136,000	-
Add : Addition during the year		1,095,065	136,000
B. Accumulated Amortization		**267,973**	**27,200**
Opening Balance:		27,200	-
Add : Amortization 20%		240,773	27,200
Written Down Value (A-B)		**963,092**	**108,800**
6.00 Investment in FDR			
Opening Balance: (Principal & Interest)		1,398,049,419	1,355,286,758
Add : Previous year's Interest Adjustment		-	13,713,113
		1,398,049,419	1,368,999,871
Less : FDR Encashment (Principal)		948,000,000	200,000,000
		450,049,419	1,168,999,871
Less : FDR Encashment (Interest)		259,729,782	35,140,679
		190,319,638	1,133,859,192
Add : Investment during the year (Principal)		1,275,000,000	205,000,000
		1,465,319,638	1,338,859,192
Add : Interest received during the year		57,549,353	59,190,228
		1,522,868,991	**1,398,049,419**

Detail schedule of investment as on 30th June, 2018 is enclosed under **Annexure-B**

7.00 Advance Against Expenses		
Advance against Petrol & Lubricant (Note: 7.1)	271,224	78,080
Advance against Legal Expenses (Note: 7.2)	705,796	675,000
Advance against Medical Treatment (Note: 7.3)	348,354	348,354
Advance against Mobile Bill Allowance (Note: 7.4)	10,000	10,000
Advance against Travelling Expenses (Note: 7.5)	1,880,658	3,005,094
Advance against Others (Note: 7.6)	288,780	258,185
	3,504,812	**4,374,713**

	Notes	Amount in Taka	
		30.06.18	30.06.17
7.01 Advance against Petrol & Lubricant			
Opening Balance		78,080	71,050
Add: Addition During the Year		305,750	7,030
		383,830	78,080
Less: Adjustment During the Year		112,606	-
		271,224	**78,080**
7.02 Advance against Legal Expenses			
Opening Balance		675,000	-
Add: Addition During the Year		133,800	1,201,500
		808,800	1,201,500
Less: Adjustment During the Year		103,004	526,500
		705,796	**675,000**
7.03 Advance against Medical Treatment			
Opening Balance		348,354	348,354
Add: Addition During the Year		-	-
		348,354	348,354
Less: Adjustment During the Year		-	-
		348,354	**348,354**
7.04 Advance against Mobile Bill Allowance			
Opening Balance		10,000	10,000
Add: Addition During the Year		-	-
		10,000	10,000
Less: Adjustment During the Year		-	-
		10,000	**10,000**
7.05 Advance against Travelling Expenses			
Opening Balance		3,005,094	2,540,290
Add: Addition During the Year		14,509,398	5,257,869
		17,514,492	7,798,159
Less: Adjustment During the Year		15,633,834	4,793,065
		1,880,658	**3,005,094**
7.06 Advance against Others			
Opening Balance		258,185	258,185
Add: Addition During the Year		22,949,520	-
		23,207,705	258,185
Less: Adjustment During the Year		22,918,925	-
		288,780	**258,185**
8.00 Cash & Bank Balances			
Cash In Hand		91,566	79,449
Sonali Bank A/c No. 216		52,713,495	214,753,166
		252,805,061	**214,832,615**

	Notes	Amount in Taka	
		30.06.18	30.06.17
9.00 Creditors for Expenses			
Labour wages		101,250	57,000
Officer's Salary		-	156,120
House Rent Allowance		-	50,600
Medical Allowance		-	1,500
Education Allowance		-	1,000
Telephone Allowance		-	600
Entertainment Allowance		-	600
Regulatory Allowance		-	6,000
Overtime		120,264	115,440
Electricity		-	160,862
Telephone		48,628	52,000
Water Bill		-	1,120
Books and Periodicals		5,631	14,612
Audit Fee		60,000	25,000
Office Rent		2,471,304	1,235,652
Internet and Fax		47,460	47,360
Fuel & Lubricant		170,955	242,130
Tax deducted on Salary		-	20,940
		3,025,492	**2,188,536**
10.00 General Provident Fund:			
Opening Balance		1,564,782	2,935,892
Add: Deduction From Salary during The Year		1,758,390	1,516,530
		3,323,172	4,452,422
Less: Transfer to GPF own Account (A/C No.-217)		1,467,600	2,887,640
		1,855,572	**1,564,782**
10.01 General Provident Fund Own Account			
Opening Balance		2,887,640	-
Add: Transfer from General Providend Fund		1,467,600	2,887,640
		4,355,240	**2,887,640**
11.00 License Fees			
Electricity		99,036,940	95,807,639
Gas		72,675,823	21,547,000
Petroleum		62,550,257	49,600,976
		234,263,020	**166,955,615**
12.00 System Operation Fees			
Electricity		50,048,979	39,193,280
Gas		43,761,157	1,765,656
Petroleum		177,241	2,334,139
		93,987,377	**43,293,075**
13.00 Application fees			
Electricity		799,000	6,917,195
Gas		432,000	255,000
Petroleum		366,000	1,369,735
		1,597,000	**8,541,930**

	Notes	Amount in Taka	
		30.06.18	30.06.17
14.00 Interest on FDR:			
Interest Received during the year		57,549,353	59,190,227
Add. Interest receivable during the year		27,274,042	25,520,667
Add : Prior year's Interest Adjustment		-	13,713,113
Less: Last year Receivable		25,520,667	30,269,043
		59,302,728	**68,154,964**
15.00 Bank Interest on SND/CA			
Sonali Bank A/c No. 216		7,746,660	4,017,599
Basic Bank A/c No.75 (up to April, 2017)		-	1,596,634
		7,746,660	**5,614,233**
16.00 Salary & Allowances			
Officers Salary		15,276,479	13,876,723
Staff Salary		6,249,524	5,621,500
Festival Bonus		3,548,336	2,987,510
Consulation free		355,250	-
House Rent Allowance		11,141,777	8,906,360
Medical Allowance		1,220,442	1,064,760
Charge Allowance		126,220	117,500
Entertainment Allowance		54,000	21,600
Telecommunication Allowance		17,600	21,600
Bangla New Year Allowance		374,898	296,150
Rest & Recreation Allowance		66,120	333,450
Education assistance allowance		258,500	205,000
Special Allowance		597,870	493,050
Washing Allowance		31,420	21,600
Tiffin Allowance		113,304	93,170
Conveyance Allowance		151,913	123,830
Other Allowance		-	1,321,790
		39,583,649	**35,505,593**

17.00 TA Project Fund:

World Bank funded Technical Assistance Project for Institutional Development of BERC under power sector Development Technical Assistance (PSDTA) Project (IDA Grant No. HO92BD) has been successfully completed on 31st December,2012. As per provision of approved TPP of other project (Page 9 of TPP) and decision of the commission (82nd Commission Meeting CM/82/09) all Assets of the project has been transferred to the BERC.

Bangladesh Energy Regulatory Commission

SCHEDULE OF FIXED ASSETS

As at 30 June 2018

Annexure-A

Sl No	PARTICULARS	COST/ VALUATION				Rate of Dep.	DEPRECIATION				
		Balance as on 01.07.2017	Addition during The year	Adjustment /Disposal during the year	Balance as on 30.06.2018		Balance as on 01.07.2017	Charged during the year	Adjustment during the year	Balance as on 30.06.2018	Written down value as on 30.06.2018
		1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8	9=6+7-8	10=4-9
1	**Land & Land Development:**										
	Land	67,249,085	-	-	67,249,085		-	-	-	-	67,249,085
2	**Building Decoration:**										
	Functional Building Decoration	2,055,576	-	-	2,055,576	15%	714,114	201,219	-	915,333	1,140,243
	Office Building Decoration	3,479,939			3,479,939	15%	3,479,938	-	-	3,479,938	1
3	Furniture & Fixture	4,523,631	542,742	-	5,066,373	10%	2,495,693	257,068	-	2,752,761	2,313,612
4	**Office Equipment:**										
	Office Equipment	366,600	58,980	-	425,580	15%	156,917	40,299	-	197,217	228,363
	Office Equipment: Air-cooling & Ducting	2,348,440	-	-	2,348,440	15%	2,063,839	42,690	-	2,106,529	241,911
	Office Equipment: Television	510,190	94,000	-	604,190	15%	211,885	58,846	-	270,730	333,460
	Office Equipment: CC Camera	632,666	178,661	-	811,327	15%	260,458	82,630	-	343,088	468,239
	Office Equipment: Other's	2,034,084	-	-	2,034,084	15%	1,865,332	25,313	-	1,890,645	143,439
5	Computer Equipment	5,531,900	1,077,300	-	6,609,200	20%	5,602,239	201,392	-	5,803,631	805,569
6	Motor Vehicles	41,976,558	29,819,345	-	71,795,903	20%	41,976,557	5,963,869	-	47,940,426	23,855,477
7	Engineering /Communication Equipment	4,415,622	701,670	-	5,117,292	15%	1,133,046	597,637	-	1,730,683	3,386,609
8	Books & Periodicals	715,115	-	-	715,115	20%	715,115	-	-	715,115	-
9	Sundry Assets	89,202	-	-	89,202	10%	48,719	4,048	-	52,767	36,435
	Total	**135,928,608**	**32,472,698**	**-**	**168,401,306**		**60,723,852**	**7,475,012**	**-**	**68,198,864**	**100,202,442**

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের চেয়ারম্যানবৃন্দ

ক্রমিক	নাম	কার্যকাল	
০১	মোঃ মোশাররফ হোসেন (ভারপ্রাপ্ত)	০৫.০৬.২০০৪	০৩.০৬.২০০৫
০২	ড. মুজিবুর রহমান খান	০৪.০৬.২০০৫	০৪.১০.২০০৭
০৩	মোঃ খলিলুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত)	২৮.১০.২০০৭	০৭.১১.২০০৭
০৪	গোলাম রহমান	০৮.১১.২০০৭	২৩.০৬.২০০৯
০৫	মোঃ মোখলেছুর রহমান খন্দকার (ভারপ্রাপ্ত)	০৮.০৭.২০০৯	১১.১০.২০০৯
০৬	সৈয়দ ইউসুফ হোসেন	১২.১০.২০০৯	১১.১০.২০১২
০৭	প্রকৌশলী মোঃ ইমদাদুল হক (ভারপ্রাপ্ত)	২১.১০.২০১২	০৩.০৯.২০১৩
০৮	এ আর খান	০৪.০৯.২০১৩	০১.০৯.২০১৬
০৯	মোঃ মাকসুদুল হক (ভারপ্রাপ্ত)	০৮.০৯.২০১৬	২২.১২.২০১৬
১০	মনোয়ার ইসলাম এনডিসি	০২.০২.২০১৭	

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

বিইআরসিতে কর্মরত কর্মকর্তাগণের বিবরণ

সচিব
ফোন: ৮১৮৯৮২৫
ই-মেইল: secy@berc.org.bd

১

মোঃ রেজানুর রহমান

পরিচালক (গ্যাস)
উপসচিব
ফোন: ৮১৮৯৮২৮
ই-মেইল: dirgas@berc.org.bd

২

ড. মোঃ দিদারুল আলম

পরিচালক (পেট্রোলিয়াম)
উপসচিব
ফোন: ৯১১১৫৩৯
ই-মেইল: didar_fd@yahoo.com

৩

মুহম্মাদ আবুল কাসেম মাহমুদ

পরিচালক (বিদ্যুৎ)
ফোন: ৯১১১৫৩৬
ই-মেইল: dirpower@berc.org.bd

৪

পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)
ফোন: ৯১১১৭৯৫

৫

সুলতানা আক্তার

উপপরিচালক (প্রশাসন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯১৪০০৪২
ই-মেইল: sultanaakter18@yahoo.com

৬

মোহাম্মদ মশিউর রহমান

উপপরিচালক (গ্যাস)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৮১৮৯৪৯১
ই-মেইল: ddgas@berc.org.bd

৭

মোঃ সায়েদুল আরেফিন

চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব ও উপপরিচালক (আইসিটি)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯১৪২৬৭৩
মোবাইল: ০১৭১২৯০৯৭৭৯
ই-মেইল: sarefin17002@gmail.com

৮

মোঃ হারুনুর রশিদ

উপপরিচালক (বিদ্যুৎ)
মোবাইল: ০১৭১২১৮১৯৯২
ই-মেইল: mhrashid09@gmail.com

৯

মোঃ মোনায়েম হোসেন

উপপরিচালক
মোবাইল: ০১৮৮১২২০২৪৪
ই-মেইল: monayumhossain419@gmail.com

১০

আব্দুল মজিদ

উপপরিচালক (বিদ্যুৎ)
মোবাইল: ০১৭১৫৩৭৩৪৫৩
ই-মেইল: ddpower2@berc.org.bd

১২

মোঃ শরিফুল ইসলাম শাহীন

উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)
ফোন: ৮১৮৯৮৩৩
ই-মেইল: s_islam38@yahoo.com

১৩

নিশিত কুমার

উপপরিচালক (আইন ও বিধি)
ফোন: ৮১৮৯৮৩০
ই-মেইল: nkumer.berc@gmail.com

১৪

কামরুজ্জামান

উপপরিচালক (ট্যারিফ)
ফোন: ৯১১১৭৮৭
ই-মেইল: kzamanberc@gmail.com

১৫

মোঃ ফিরোজ জামান

উপপরিচালক (কনজ্যুমার অ্যাফেয়ার্স)
ফোন: ৮১৮৯২২৭
ই-মেইল: firozberc@gmail.com

১৬

মুহাম্মদ রফিকুল আলম ভূঁইয়া

উপপরিচালক (পেট্রোলিয়াম)
ফোন: ৮১৮৯৮২৯
ই-মেইল: rama-berc@yahoo.com

১৭

মোঃ আসাদুজ্জামান

সহকারী পরিচালক
মোবাইল: ০১৮১৬৩২৯৪১৪
ই-মেইল: eee_2k3ripon@yahoo.com

১৯

শাহী মো: তানভীর আলম

সহকারী পরিচালক (ট্যারিফ)
মোবাইল: ০১৭১১০৮০৫৫৩
ই-মেইল: adtariff1@berc.org.bd

১৮

বেলায়েত হোসেন

সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
মোবাইল: ০১৭৮৩৩৫৭০১৯
ই-মেইল: belayetberc@gmail.com

২০

তারেক আহমেদ

সহকারী পরিচালক (বিদ্যুৎ)
মোবাইল: ০১৬৭৬৮১৯৩৮৮
ই-মেইল: adpower1@berc.org.bd
tarak.107@gmail.com

২১

নাজিয়া হক

সহকারী পরিচালক (গ্যাস)
মোবাইল: ০১৯১৪৭৪০৩০৮
ই-মেইল: adgas1@berc.org.bd

২২

মোঃ শাহাদত হোসেন

সহকারী পরিচালক (আইন)
মোবাইল: ০১৭১৬৪০৮৪০১
ই-মেইল: shahadot@gmail.com

২৩

মোঃ মোফাচ্ছেরুল হাসান

সহকারী পরিচালক (পেট্রোলিয়াম)
মোবাইল: ০১৯১১৮৭৬৭২২
ই-মেইল:adpetro@berc.org.bd

২৪

নাহিদ আফরোজ

সহকারী পরিচালক (হিসাব)
মোবাইল: ০১৯২৩৭৭৪১০০
ই-মেইল: adfinance@berc.org.bd

২৫

ইসরাত জাহান

সহকারী পরিচালক (বিদ্যুৎ)
মোবাইল: ০১ ৬৭৪৫৯৫৬২৩
ই-মেইল: adpower2@berc.org.bd

২৬

মোঃ রেজাউল হক

সহকারী পরিচালক (পেট্রোলিয়াম ও আইসিটি)
মোবাইল: ০১৯২৩২৪৪৫৮৬
ই-মেইল: reza_07_buet@yahoo.com

২৭

মোঃ নূরুল ইসলাম

সহকারী পরিচালক (প্রটোকল)
ফোন: ০১৭৬৬৯২৪৫৭১
ই-মেইল: adprotocol@berc.org.bd

২৮

ফটো গ্যালারি

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২তম শাহাদত বার্ষিকী ১৫ আগস্ট ২০১৭-এ কমিশনের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর "ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিষ্টার"-এ অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে "বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্যের" স্বীকৃতি লাভের অসামান্য অর্জনকে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ২২ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের র‍্যালীতে অংশগ্রহণ

১৩ মার্চ ২০১৮ তারিখে বিইআরসি ১৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁ, ঢাকায় আয়োজিত "Emerging Role of BERC in 2021 and 2041" শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত

১৩ মার্চ ২০১৮ তারিখে বিইআরসি ১৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁ, ঢাকায় আয়োজিত "Emerging Role of BERC in 2021 and 2041" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মনোয়ার ইসলাম

বিদ্যুতের মূল্যহার পরিবর্তনের বিষয়ে গণশুনানি (২৫ সেপ্টেম্বর - ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭) ও (২-৪ অক্টোবর ২০১৭)

২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে বিইআরসি শুনানি কক্ষে অনুষ্ঠিত বিদ্যুতের মূল্যহার ঘোষনা সংক্রান্ত প্রেস ব্রিফিং

১০ মে ২০১৮ তারিখে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁ, ঢাকা তে বিইআরসি কর্তৃক আয়োজিত South Asia Forum for Infrastructure Regulation (SAFIR) এর 24th Steering Committee Meeting

১০ মে ২০১৮ তারিখে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁ, ঢাকা তে বিইআরসি কর্তৃক আয়োজিত South Asia Forum for Infrastructure Regulation (SAFIR) এর 15th Executive এবং Steering কমিটির মিটিং এ কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান

১০ মে ২০১৮ তারিখে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁ, ঢাকা তে বিইআরসি কর্তৃক আয়োজিত South Asia Forum for Infrastructure Regulation (SAFIR) এর 15th Executive এবং Steering কমিটির মিটিং উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

১০ মে ২০১৮ তারিখে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁ, ঢাকা তে বিইআরসি কর্তৃক আয়োজিত South Asia Forum for Infrastructure Regulation (SAFIR) এর 15th Executive এবং Steering কমিটির মিটিং উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস হতে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের ঐতিহাসিক সাফল্য উদযাপন উপলক্ষ্যে বিইআরসি কর্তৃক আনন্দ শোভাযাত্রায় যোগদান

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন

বিইআরসির বার্ষিক বনভোজন ২০১৮-তে পুরস্কার বিতরণ করছেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

টেকসই উন্নয়নের জন্য জ্বালানি নিরাপত্তা

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

www.berc.org.bd